জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

আজ শিক্ষকদিবস

আজ শিক্ষকদিবস। ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন। এই উপলক্ষে বাংলা এবং দেশের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী

১৪তম নিম্নচাপ

রেকর্ড গড়ল নিম্নচাপ। এই মরশুমে এই নিয়ে ১৪তম। উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের প্রভাবে গোটা রাজ্যে বৃষ্টি যেমন বাড়বে তেমনই ঝোড়ো হাওয়াও বইবে। মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কতা জারি

স্বাস্থ্য-জীবনবিমায় জিএসটি বাদ দিতে বাধ্য হয়েছে কেন্দ্র

প্রয়াত বিধায়ক জাফিকুল ইসলাম, শোকস্তব্ধ ডোমকল

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১০৩ ● ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ● ১৯ ভাদ্র ১৪৩২ ● শুক্রবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 103 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 5 SEPTEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বিজেপির বাধার চক্রান্ত ব্যর্থ করে দুরন্ত ভাষণ মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : বিজেপি চক্রান্ত করেছিল কোনও অবস্থাতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিধানসভায় তাঁর বক্তব্য রাখতে দেওয়া হবে না। তার জন্য নানারকম প্লট তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু বিজেপির ঘৃণ্য চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিয়ে বিধানসভায় ভাষাসন্ত্রাস ও বাঙালিবিদ্বেষ নিয়ে দুরন্ত বক্তব্য রাখলেন

বিধানসভায় যেসব কর্মী কার্যবিবরণীর নোট নেন, রেকর্ড করেন, তাঁদের জন্য সুখবর। আগামী বছর থেকে তাঁদের পুরস্কৃত করা হবে, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রচণ্ড হইহট্টগোলের মধ্যেও টানটান ভাষণের প্রতিটি শব্দে, লাইনে নিজস্ব মেজাজে বুঝিয়ে দিলেন কেন তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে আটকানোর বিজেপির কোনও পরিকল্পনাই কাজে এল না। বাংলা ভাষা নিয়ে ঐতিহাসিক বক্তব্য রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজেপির চক্রান্ত : দলবদলু বিরোধী দলনেতা গন্দার অধিকারী এই অধিবেশনে সাসপেন্ড থাকলেও, তারই নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রীকে ফ্লোরে বাধা দেওয়ার ষড়যন্ত্রের প্লট তৈরি হয়। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে কোনও পরিকল্পনাই কাজে আসেনি। বিজেপির সব স্ট্র্যাটেজি ফেল করে যায়।

বিধানসভা। বৃহস্পতিবার। বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিজেপিও শূন্য হবে : আসল ও মোক্ষম কথাটি সবশেষে বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ততক্ষণে ভাষাসন্ত্রাস ও বাঙালিবিদ্বেষ নিয়ে তাঁর বক্তব্যের সময় টানা চূড়ান্ত অসভ্যতা করে গিয়েছে বিজেপি বিধায়করা। কী করেনি তারা! কাগজ ছেঁড়া থেকে শুরু করে মুখে অদ্ভুত আওয়াজ করা— কিছুই বাদ রাখেনি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বলা শেষ করলে বিজেপির সকলে বেরিয়ে যায়। তখন তাদের শূন্য আসনের (এরপর ১২ পাতায়)

বৃহস্পতিবার বিধানসভা

- আগামী দিনে বিজেপিও শূন্য হয়ে যাবে
- বিজেপি গদি চোর, ভোট চোর
- তৃণমূল অন্য ভাষার বিরোধী নয়
- বাংলা ভাষার বিরোধীরা হল বাংলাবিরোধী
- দফায় দফায় বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর
- মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতার সময় চূড়ান্ত অসভ্যতা বিজেপির
- অসভ্যতার কারণে ৫ বিজেপি বিধায়ক সাসপেন্ড ও বহিষ্কার
- সাসপেন্ড বিধায়কদের বের করতে গিয়ে আহত মার্শাল-সহ আরও কয়েকজন

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

দিতে হলে

সবটাই পেতে হবে?
সবটা পাওয়া যায় না—
আর এই সবটা চাইতে হলে,
দিতে জানতে হবে।
এক মুঠো নুন সমুদ্রে দেখা যায় না,
জীবনটাও তেমনি বড় সমুদ্র—
সব পেতে গেলে জীবনটা যায় হারিয়ে।
জীবনে কিছু পেতে হলে
নিজেকে মিলাও সাধারণের কোলে,
কর্ম-কল্পে হয়ে যাও কল্পতরু,
তবেই তো জীবনে আসবে সবুজ তরু।

পুজোয় অ্যালবাম

বঙ্গ-অস্মিতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর গান

প্রতিবেদন : 'ওঠো বজ্রকণ্ঠে/ গাও বাংলার গান/ এসো রক্ষা করো/ ভাষার সম্মান।' বাংলার অস্মিতা নিয়ে গান লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই গান গেয়ে শোনালেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বৃহস্পতিবার বিধানসভার রিক্রিয়েশন ক্লাবের অনুষ্ঠানে। এখানেই মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, পুজোয় এবার তিনি ১৭টি গান লিখেছেন ও সুর দিয়েছেন। রয়েছে বাংলার অস্মিতা নিয়েও গান। গেয়েছেন প্রথিতযশা শিল্পীরা। প্রকাশিত হবে শীঘ্রই। রিক্রিয়েশন ক্লাবের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করে বলেন, মাঝে মাঝে হাল্কা হাসি-ঠাট্টা করা দরকার। কাঞ্চন পারফর্ম করতে পারে তো। মদন ভাল গায়। আমি আমার পারফরম্যান্স করে গেলাম। অসৌজন্যের রাজনীতি দেখিয়ে বিধানসভা কর্মীদের অনুষ্ঠানে ছিল না বিজেপি বিধায়করা।

টার্গেট বেঁধে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ অভিষেকের

ঝাড়গ্রাম সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে সুব্রত বক্সি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার ক্যামাক স্ট্রিটের দফতরে হাওড়া সদর ও গ্রামীণের নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। হাওড়া ছাড়াও এদিন বৈঠক হয় ঝাড়গ্রাম জেলা নেতৃত্বের সঙ্গেও। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিও। হাওড়া সদর ও গ্রামীণের সমস্ত বিধায়ক, তিন মন্ত্রী পুলক রায়, অরূপ রায়, মনোজ তিওয়ারি, গ্রামীণ ও সদরের সভাপতি, চেয়ারম্যান, যুব, মহিলা ও আইএনটিটিইউসি'র সভাপতিরাও বৈঠকে ছিলেন। দুটি বৈঠকেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিবিড় জনসংযোগের ওপর বিশেষ জোর দেন। আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান-এর প্রত্যেকটি শিবিরে বিধায়কদের যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন তিনি। (এরপর ৭ পাতায়)

মূল্যবোধের পাঠ দিন পড়ুয়াদের শিক্ষকদের অনুরোধ মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : নিজের মাতৃভাষাকে কখনও ভুলে যাবেন না। বাঙালি অস্মিতাকে ভুলবেন না। বৃহস্পতিবার ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে শিক্ষারত্ন সম্মান ও কৃতী ছাত্রছাত্রীদেরও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তুলে ধরলেন বাংলা ভাষার মাহাত্ম্য। তিনি বলেন, অনেকেই ইংলিশ মিডিয়ামের পড়ুয়া আছেন, তাঁদের বলব যে ভাষাতেই আপনারা পড়াশোনা করুন, নিজের মাতৃভাষা যেন ভুলে যাবেন না। ভুলবেন না বাঙালি অস্মিতাকে, মা-কে ভুলবেন না। আম্মাকে ভুলবেন না। যা খুশি ভাষা পড়ুন, অসুবিধা নেই। কিন্তু যাঁর যা মাতৃভাষা, সেটা পড়ুন। মেধা যদি সমাজ না গড়ে, মানুষ না তৈরি করে, তাহলে জানবেন জীবনের উন্নততর প্রচেষ্টায় বাধা তৈরি হচ্ছে। এরপরেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের লাইন উদ্ধৃত করে তিনি মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলার বার্তা দেন।

শিক্ষকদের বার্তা : শিক্ষকদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধু পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান নয়, নৈতিকতা আর মূল্যবোধও শেখান ছাত্রছাত্রীদের। তাহলেই আগামী প্রজন্ম সঠিক পথে এগোবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি কোনও ভাষার বিরোধী নই। আমি বিভেদের বিরোধী। আমি সবার মধ্যে ঐক্য চাই। বিবিধের মাঝে মিলন আমাদের মধ্যেই রয়েছে। (এরপর ৭ পাতায়)

ধনধান্য। বৃহস্পতিবার। কৃতী শিক্ষক ও পড়ুয়াদের সম্মাননা মুখ্যমন্ত্রীর। রয়েছেন ব্রাত্য বসু, ইন্দ্রনীল সেন।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
5 September, 2025 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৯৭
মাদার টেরিজা (১৯১০-১৯৯৭)

এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আলবেনীয়-বংশোদ্ভূত ভারতীয় ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনী এবং ধর্মপ্রচারক। নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৫০-এ কলকাতায় তিনি দ্য মিশনারিজ অফ চ্যারিটি নামে একটি খ্রিস্ট ধর্মপ্রচারণাসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কনভেন্ট ত্যাগ করে দরিদ্রদের মাঝে বাস করা এবং তাদের সহায়তা করা আমার জন্য আবশ্যক ছিল। এটা ছিল এক সরাসরি আদেশ। এই আদেশ পালনে ব্যর্থ হওয়ার অর্থ ছিল বিশ্বাস ভেঙে ফেলা।

১৮৮৮
সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন (১৮৮৮-১৮৭৫) এদিন জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষক ও দার্শনিক। বিভিন্ন সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের রাষ্ট্রদূত, দেশের উপরাষ্ট্রপতি এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৬২ সালে প্রথম বার ড. রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয়েছিল।

১৯২০
মোহিনী চৌধুরী (১৯২০-১৯৮৭) এদিন জন্ম নেন। কবি, গীতিকার ও চিত্র পরিচালক। 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হলো বলিদান' নামক দেশাত্মবোধক গানটির জন্যে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। রায়চৌধুরী, ঘুমিয়ে আছে গ্রাম, রংবেরঙ, সন্ধ্যাবেলার রূপকথা, একই গ্রামের ছেলে, ব্লাইন্ড লেন ইত্যাদি ছবিতে সহকারী চিত্রপরিচালনার কাজ করেন এবং গান লেখেন। তাঁর পরিচালিত ও প্রযোজিত ছবি সাধনা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হলে তিনি বিজ্ঞানী ও সাংসদ মেঘনাদ সাহার অধীনে সংসদীয় সচিবের চাকরিও করেন কিছুদিন।

১৯৯৫
সলিল চৌধুরী (১৯২৫-১৯৯৫) প্রয়াত হন। সংগীত পরিচালক, গীতিকার ও সুরকার। সংগীতের রূপরেখা বদলে দেওয়া এক কিংবদন্তি পুরুষ ছিলেন তিনি। তাঁর 'বিচারপতি', 'রানার', 'অবাক পৃথিবী'র মতো গান শুনলে গায়ে কাঁটা দেয় আজও। মাত্র ২০ বছর বয়সে তৈরি যুবক সলিলের 'গাঁয়ের বধূ' গানটি বাংলার সংগীতের দুনিয়ায় নতুন ঝড় তুলেছিল।

১৯০৮
অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি (১৮৫০-১৯০৮) এদিন প্রয়াত হন। বঙ্গ রঙ্গ মঞ্চের বিখ্যাত নট ও নাট্যকার। অমৃতলাল বসুর ভাষায় তিনি ছিলেন বিধাতার হাতে গড়া অভিনেতা। গিরিশ ঘোষ বলতেন, অর্ধেন্দু যে অভিনয় করেন সেটাই অননুকরণীয় হয়। নীলদর্পণে তিনি ইংরেজ উড সাহেবের চরিত্র-সহ পুরুষ এবং মহিলা উভয় চরিত্রে অভিনয় করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯২১ রেবতীভূষণ ঘোষ (১৯২১-২০০৭) এদিন হাওড়া জেলার বালিতে জন্ম নেন। কার্টুনিস্ট ও ছড়াকার। অবন ঠাকুরের শিষ্যত্ব নেন। ফলে তাঁর তুলির টানে জোর এল, গতি এল, অনুভূতি এল। রিপন কলেজে পড়ার সময় প্রমথনাথ বিশীর উৎসাহে তাঁর আঁকা কার্টুন সচিত্র ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর পর থেকে আনন্দবাজার, সত্যযুগ, যুগান্তর-সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর কার্টুন প্রকাশিত হতে থাকে।

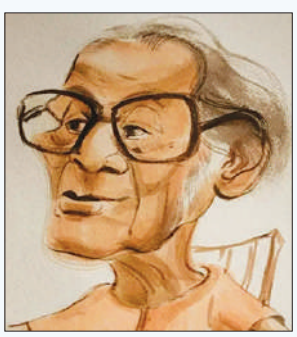

১৯৭২
মিউনিখ অলিম্পিক ভিলেজে প্যালেস্টাইনের জঙ্গি হানায় ইজরায়েলের ১১ জন অ্যাথলিট মারা যান। জঙ্গিরা প্রথমে অ্যাথলিটদের অপহরণ করে ও তারপর হত্যা করে।

পার্টির কর্মসূচি

■ ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ খুলে ফেলার প্রতিবাদে উত্তরপাড়া শহর তৃণমূল এসসি এসটি এবং ওবিসি সেলের তরফে বৃহস্পতিবারের পথসভায় উপস্থিত হুগলি জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি শুভদীপ মুখোপাধ্যায়, উপপ্রধান খোকন মণ্ডল-সহ নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৮৫

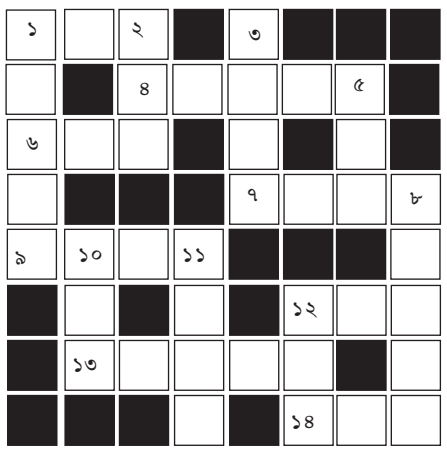

পাশাপাশি : ১. বন্য, বুনো ৪. তীক্ষ্ণ দাঁত ৬. হতে, থেকে ৭. উচ্ছলিত হওয়ার লক্ষণ ৯. অন্তত, কমপক্ষে ১২. পার্বণী ১৩. প্রচুর রত্নের আধার ১৪. ভয়, শঙ্কা।

উপর-নিচ : ১. আজন্ম ২. গ্রন্থাদির রচয়িতা ৩. কুষ্ঠরোগবিশেষ ৫. মৃদু, কোমল ৮. জ্বরনাশক এক ওষুধ ১০. গৃহ, ভবন ১১. ক্রিয়াকর্মের বাড়িতে অনিমন্ত্রিতভাবে আগত ভিখারি ১২. ভাঁজ, স্তর।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৮৪ : পাশাপাশি : ১. অপজ্ঞান ৩. উমেশ ৫. ঘট ৭. ইতর ৮. মহেন্দ্র ১০. আলতো ১২. লাইন ১৪. তাজ ১৭. ঝগড়া ১৮. দন্তাঘাত। **উপর-নিচ :** ১. অনঘ ২. নন্দাই ৩. উপরম ৪. শঠ ৬. টহল ৯. হেয়তা ১১. তোলাপাড়া ১৩. নগদ ১৫. জড়িত ১৬. সাঁজ।

৪ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৬৩৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৬৯০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০১৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১২৩৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১২৩৯০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.৭৭	৮৭.৬৩
ইউরো	১০৩.৭০	১০২.১৬
পাউন্ড	১১৯.৬৮	১১৭.৯২

নজরকাড়া ইনস্টা

■ দীপিকা

■ প্রসেনজিৎ, সঙ্গে শ্রাবন্তী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

5 September, 2025 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শুক্রবার

শিক্ষারত্ন সম্মান ও পড়ুয়াদের সংবর্ধনা মুখ্যমন্ত্রীর

শিক্ষক দিবসে ৭৩ শিক্ষককে শিক্ষারত্ন
সেরার তালিকায় এগিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন

প্রতিবেদন : যাঁরা সমাজ গড়েন, শিক্ষালয় গড়েন, দেবালয় গড়েন, তাঁদের তিনি সম্মান করেন। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ধনধান্যে স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই শিক্ষকদের সম্মান প্রদান করলেন। সংবর্ধনা দিলেন পড়ুয়াদের। এদিনের অনুষ্ঠানে ৭৩ জন শিক্ষককে শিক্ষারত্ন পুরস্কার দেওয়া হয়। সেরা ১২টি স্কুলকেও শিক্ষা ও খেলাধুলায় উৎকর্ষের জন্য পুরস্কার প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেরার তালিকায় এগিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন।

শিক্ষকদের সম্মান জানিয়ে তিনি বলেন, সেরা স্কুলগুলির মধ্যে এবার রামকৃষ্ণ মিশনগুলিই বেশিরভাগ স্থান দখল করে নিয়েছে। বিভিন্ন জেলার স্কুলগুলিও এগিয়ে এসেছে। এদিন শিক্ষারত্ন পাওয়া শিক্ষকদের মধ্যে ৩৯ জন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ২১ জন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ১৩ জন ভোকেশনাল এবং অন্যান্য আইআইটি বিষয়ক শিক্ষক। সকলকে পুরস্কৃত করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মানপত্র, ঘড়ি, শাল, স্মারক, বই এবং ২৫ হাজার টাকা হাতে তুলে দেওয়া হল।

এছাড়া মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, মাদ্রাসা-সহ বিভিন্ন বোর্ডের পরীক্ষায় এবং জয়েন্ট এন্ট্রান্সে প্রথম হওয়া ১৯ জন ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। সমস্ত বোর্ড মিলিয়ে এদিন মোট ৩৮৭ জন

কৃতী ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। তাদের দেওয়া হয়েছে মানপত্র, ল্যাপটপ, ট্যাব, জেমস অফ বেঙ্গল নামে একটি বই, মুখ্যমন্ত্রীর স্বাক্ষর করা ডায়েরি এবং ১২টি বই। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগে ১২টা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, এখন ৪৬। কিছুদিনের মধ্যে আরও ৬টা যোগ করে ৫২টি হবে। কয়েকটি রাজ্যপালের কাছে পড়ে রয়েছে। নতুন করে মেডিক্যাল কলেজ হবে।

প্রাক্তন শিক্ষিকা মুখ্যমন্ত্রীকে
সম্মাননা ভবানীপুর মডার্ন স্কুলের

প্রতিবেদন : ভবানীপুরের মন্মথনাথ নন্দন বয়েজ অ্যান্ড গার্লস স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষিকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে শিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে সম্মান প্রদান করল স্কুল কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার ধনধান্যে স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠানে প্রাক্তন শিক্ষিকার সম্মান পেয়ে আপ্লুত মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানালেন, স্কুল শিক্ষিকা হিসেবে তাঁকে এখনও মনে রাখায় তিনি অভিভূত। নতুনভাবে সেজেছে স্কুল। এখন বাংলা-ইংরেজি দুটি মিডিয়ামেই পড়ানো হয়।

১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ভবানীপুরের মন্মথনাথ নন্দন বয়েজ অ্যান্ড গার্লস স্কুলের প্রাথমিক বিভাগে শিক্ষকতা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্কুলের বর্তমান নাম ভবানীপুর মডার্ন স্কুল। এদিন সম্মাননার পর মুখ্যমন্ত্রী ধন্যবাদ জানান কর্তৃপক্ষকে। তিনি বলেন, এখনও যে তাঁকে স্কুল শিক্ষিকা হিসেবে মনে রেখেছে তার জন্য তিনি অভিভূত। স্কুল সম্পর্কে মমতা বলেন, স্কুলটা বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল, আমরা আটকাই। তারপর নতুন স্কুল বানিয়ে দিয়েছি। এখন বাংলা-ইংলিশ মিডিয়াম দুটোই আছে। এখন স্কুলটা খুব সুন্দর করা হয়েছে। পেইন্টিং দিয়ে সাজিয়ে স্মার্ট ক্লাস তৈরি হয়েছে, যা দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেছি। এদিন নিজের পরিবারের উদাহরণ তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, এখন মহিলারা কত উন্নতি করেছে। নিজেরা বিদেশে গিয়ে কেরিয়ার গড়ছে। এই তো আমাদের বাংলা। বাংলা এভাবে এগিয়ে চলুক। মহিলারা এগিয়ে চলুক।

প্রাথমিকে ড্রপ আউট শূন্য
এটাই বাংলার প্রকল্পের সার্থকতা

প্রতিবেদন : বর্তমানে রাজ্যে প্রাথমিকে ড্রপ-আউটের সংখ্যা নেমে এসেছে শূন্যে। আর সেটা সম্ভব হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত বিভিন্ন প্রকল্পের জন্যই। কন্যাশ্রী দিবসের পর বৃহস্পতিবার ধনধান্যে প্রেক্ষাগৃহে শিক্ষারত্ন সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান থেকে এ-কথা ফের একবার স্মরণ করিয়ে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ড্রপ আউটের হার আগে অনেক বেশি ছিল। কারণ মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দিতেন বহু বাবা-মা। বাংলার সরকার শিক্ষাশ্রী, ঐক্যশ্রী, কন্যাশ্রী করার পরে প্রাথমিকে ড্রপ আউটের হার এখন শূন্য। সকলে পড়াশোনা করেন। ২০১১-তে উচ্চ-মাধ্যমিকে ড্রপ আউটের হার ছিল ১৭.৪৮ শতাংশ, এখন কমে ৩.৩০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। উচ্চমাধ্যমিকের পরে অনেকে ব্যবসা করেন, চাকরি করেন। এ-প্রসঙ্গে বাল্যবিবাহ প্রথা রদ নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদানের কথা তুলে ধরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, এককালে ছোট মেয়েদের খুব অল্প বয়সে বয়স্কদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হত। বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহ রদ করেছিলেন। এই বাংলার অ্যাসেম্বলি থেকেই একদিন সতীদাহ প্রথা রদ বিলও পাশ হয়েছিল। তারপর তা গোটা ভারতে গৃহীত হয়। অর্থাৎ দেশকে পথ দেখিয়েছিল বাংলাই। এগুলো আমাদের গর্বের জায়গা। তাই আমরা যেন আমাদের অস্তিত্ব ভুলে না যাই।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

5 September, 2025 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

ভরাডুবি

বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে আর একবার প্রমাণিত হয়ে গেল বাংলার বিরুদ্ধে যে ভাষাসন্ত্রাস বিজেপি রাজ্যগুলিতে চলছে, তাকে আসলে সমর্থনই করেন রাজ্যের বিজেপি বিধায়করা। ভাষাসন্ত্রাস নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলার সময় অসভ্যতা থেকে শুরু করে নানারকম ভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হয়। বিধায়করা চেয়ারে শুয়ে পড়ে নাটক করতেও শুরু করেন। যথার্থ কারণেই কয়েকজন বিধায়ককে সাসপেন্ড করা হয়েছে। সেই বিধায়কদের সভাকক্ষ থেকে বের করতে গেলে মার্শালদের উপর হামলা পর্যন্ত হয়েছে। যে কারণে একজনের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। প্রশ্ন হল, আলোচনার বিষয়টি কী নিয়ে ছিল? ছিল বাংলা এবং বাঙালির বিরুদ্ধে ভাষাসন্ত্রাস এবং বিদ্বেষ রাজনীতির প্রতিবাদ জানানো। এমন একটি বিষয় যেখানে রাজনীতি নির্বিশেষে সকলের একমত হওয়ার কথা। অথচ বিজেপির লক্ষ্যই ছিল গন্ডগোল তৈরি করা। মুখ্যমন্ত্রী ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে সভায় দুরন্ত বক্তব্য রেখেছেন। মুখোশ খুলে দিয়েছেন বিজেপির। বুঝিয়ে দিয়েছেন, বাংলা ও বাঙালির প্রতি এতটুকু সহমর্মিতা তাঁদের নেই। তাঁদের লক্ষ্য শুধু রাজনৈতিক ফায়দা তোলা। এই কারণেই বারবার বাংলার মানুষ বিজেপিকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। যতবার ভোট হয়েছে ততবার তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট বেড়েছে, আসন বেড়েছে, মানুষের আস্থা বেড়েছে। এই সারসত্য কথাটা বিজেপির কেউ বুঝতে পারছে না বা বুঝতে চাইছে না। সেই কারণেই আগামী ভোটে বিজেপির ভরাডুবি অবশ্যম্ভাবী।

e-mail থেকে চিঠি

উত্তমকুমারকে আমরা যেমন সম্মান দিয়েছি

'জাগোবাংলা'র উত্তমকুমার সমন্ধে উত্তর সম্পাদকীয়র পাঠ প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই পত্রের অবতারণা। সত্যি কথা বলতে কী, অনেক খুঁজেপেতেও এমন দৃষ্টান্ত খুব বেশি নজরে এল না, যাতে বলা যেতে পারে যে বাঙালি তার অন্যতম 'আইকন'-এর স্মৃতিরক্ষায় কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ করেছে। ব্যতিক্রম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের নামকরণ ও মহানায়কের নামে পুরস্কার চালু করা। এছাড়াও বর্তমান রাজ্য সরকার আরও একটি কাজ করেছে যেটি সেভাবে প্রচারিত নয়, তা হল উত্তমকুমার অভিনীত সাতটি ছবি ডিজিটালি রেস্টোর করার জন্য পুনেতে পাঠানো। কিন্তু এর বাইরে? সিপিএম আমলে? তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে কিছুই হয়নি, কিচ্ছু না। যে মানুষটি দুশোরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন, তাঁর মাত্র সাতটি ছবি রেস্টোর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তাও আবার তাঁর মৃত্যুর প্রায় ৪৫ বছর পর! এটা মহাসমুদ্র থেকে এক ঘটি জল তোলার শামিল। এখানে প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, উত্তমকুমারের ছবি সংরক্ষণ করে হবেটা কী? এর উত্তর হল, বাংলা সিনেমার ইতিহাস সংরক্ষিত হবে। যা না করা আত্মহত্যার শামিল। কারণ, উত্তমকুমার বাংলা সিনেমায় একটা যুগের সূচনা করেছিলেন। কোনও শিল্পরসিক গবেষক যদি বাংলা সিনেমা নিয়ে গবেষণা করতে চান, তবে এগুলো হবে তাঁর অন্যতম উপাদান। সত্যজিৎ রায়ের মতে, উত্তমকুমার হলেন প্রথম বাঙালি হিরো যিনি ফিল্মে অভিনয়ের মোড় ঘুরিয়েছিলেন। তাঁর আগে পর্যন্ত বাংলা ছবির হিরোদের অভিনয়ে যে অতিনাটকীয়তা দেখা যেত, উত্তমকুমারই প্রথম তা পরিহার করে স্বাভাবিক অভিনয় শুরু করেন। উচিত ছিল উত্তমকুমার মারা যাওয়ার পরই এই উদ্যোগ নেওয়া। কিন্তু তখন রাজ্যে ক্ষমতাসীন বাম সরকার উত্তমকুমার সম্পর্কে এতটাই উদাসীন ছিল যে, তাঁর ছবির সংরক্ষণ করা দূরে থাকুক, মৃত্যুর পর রবীন্দ্র সদনে তাঁর মরদেহ রাখতেও অস্বীকার করেছিল। কিছু স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবী তো উত্তমকুমারকে শিল্পী বলে স্বীকারই করতে চান না। সত্যজিৎ রায় এই ধরনের 'হাই ব্রাও', 'উন্নাসিক' বুদ্ধিজীবীদের সরাসরি 'বোকা' বলে অভিহিত করেছিলেন। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফিল্ম প্রযোজনাতেও নেমেছিল। বহু পরিচালককে রাজ্য সরকার ছবি বানাতে টাকা দিয়েছিল। কাজেই ছবি সংরক্ষণ করাটা মোটেই সমস্যার হত না। আসলে বাম সরকার উত্তমকুমারকে দেখেছিল চোখে সঙ্কীর্ণ রাজনীতির চশমা পরে। অভিনয় শিল্প সম্পর্কে তাদের কোনও স্বচ্ছ ধারণাই ছিল না। তখনই যদি উত্তমকুমারের ছবিগুলি সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নেওয়া হত তাহলে এখন অনেক ছবিই রেস্টোর করার যোগ্য থাকত।

— পরমানন্দ অধিকারী, হালতু, কায়স্থপাড়া, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

আজ আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসমীক্ষার দিন

নিয়ম করে কিছু অনুষ্ঠান পালন করলেই শিক্ষক দিবসের যথাযথ উদযাপন সম্ভব নয়। বরং, এই দিনের যথোচিত পালনের অঙ্গ হল শিক্ষা জগতের সঙ্গে জড়িত সকলের আত্মসমীক্ষা। শিক্ষকেরা আত্মমূল্যায়নের মাধ্যমে দেখবেন তাঁরা কতটা ছাত্রসমাজের প্রতি দায়বদ্ধ, কতটা সহানুভূতিশীল। মনে রাখতে হবে, শিক্ষক-শিক্ষিকার ব্যক্তিত্ব ও কার্যকলাপ ছাত্র-ছাত্রীদের বহুলাংশে প্রভাবিত করে। লিখছেন বরিষ্ঠ শিক্ষাবিদ ড. শিবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

প্রতিবছর ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করা হয়। ওই দিন প্রবাদপ্রতিম আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর ডক্টর রাধাকৃষ্ণন ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি এবং তারপর রাষ্ট্রপতি। কিন্তু সেটা তাঁর আসল পরিচয় নয়। তিনি একজন প্রবাদপ্রতিম আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। মাদ্রাজে একটি কলেজে দর্শনশাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক হিসাবে তাঁর শিক্ষকজীবন শুরু হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তরুণ গবেষক রাধাকৃষ্ণনের একটি প্রবন্ধ পড়ে তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কার্যত রাধাকৃষ্ণনকে আবিষ্কার করেছিলেন স্যার আশুতোষ, যাঁর ছিল জহুরির চোখ। তাঁর আরও আবিষ্কার পরবর্তীকালে নোবেলজয়ী পদার্থবিদ্যাবিদ সিভি রমন, ভবিষ্যতের বিশ্বজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। কয়েক বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার পর, বিশেষ করে স্যার আশুতোষের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে ডক্টর রাধাকৃষ্ণন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ধীরে ধীরে শিক্ষক হিসাবে তাঁর সুনাম শুধু ইংল্যান্ডে নয়, অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। উপরাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন ও রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণের পরেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিয়মিত অধ্যয়ন ও গবেষণায় সময় অতিবাহিত করেছেন।

৫ সেপ্টেম্বর নানা অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু এই দিনটি নিছক রুটিন অনুষ্ঠানের দিন নয়। দিনটি শিক্ষাজগতের সঙ্গে যুক্ত সকলের আত্মসমীক্ষার দিন। শিক্ষক হিসাবে আমরা কতটা দায়িত্ব পালন করতে পারছি বা পেরেছি। এখন শিক্ষক বলতে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষককে বোঝানো হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি আছে কিনা। শুধু ক্লাসের মধ্যে পড়ানোর দ্বারা ছাত্রছাত্রীরা অনুপ্রাণিত হয় না। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, গতিশীলতা, এমনকী ব্যক্তিগত জীবনধারাও ছাত্রসমাজকে প্রভাবিত করে। আমরা যখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, তখন আমাদের শিক্ষকদের বেতন খুবই কম ছিল। কিন্তু কী নিষ্ঠা নিয়ে তাঁরা পড়াতেন। ক্লাসে কোনও মাস্টারমশাই অনুপস্থিত থাকবেন, এটা ব্যতিক্রম ছিল। কোনও মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে গেলে না খাইয়ে ছাড়তেন না। অথচ তখন এটা বোঝার বয়স হয়নি, মাস্টারমশাইয়ের এবং তাঁর পরিবারের খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছে কিনা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা উত্তর দেখে সংশোধন করে দিতেন। বিন্দুমাত্র কিছু প্রত্যাশা করতেন না।

আজ পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বেতন অনেকগুণ বেড়েছে। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। গবেষণার অনেক সুবিধা বেড়েছে। যখন আমরা প্রেসিডেন্সি কলেজ বা

■ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডি ও তাঁর পত্নীর সঙ্গে ড. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম, অধ্যাপকদের মধ্যে মাত্র দুই-একজনের ব্যক্তিগত গাড়ি ছিল। এখন যে সমস্ত কলেজে একটু খালি জায়গা বা ক্যাম্পাস আছে, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের গাড়ি রাখবার জায়গা পাওয়া দুষ্কর। এ-সব ঠিকই আছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির পরিবর্তন অনিবার্য। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দায়িত্ববোধ কতটা বেড়েছে। কলেজের স্টাফরুমগুলিতে (staff room) পড়াশোনা নিয়ে আলোচনা হয় কি? কতজন শিক্ষক অবসর সময়ে গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন এবং ছাত্রছাত্রীদের হাতে-কলমে কীভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে হয়, শিক্ষা দেন? বেতন বাড়ছে, সেইভাবে ট্যুইশনির বাজার রমরমিয়ে বাড়ছে। স্কুল-কলেজে ঠিকমতো ক্লাস হলে কি ট্যুইশনের দরকার হয়! এরকমও অভিযোগ আসছে। পিএইচডি-র একশ্রেণির তত্ত্বাবধায়কেরা (supervisor) গবেষকদের কাছ থেকে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে থাকেন, যেটা ১৯৭০-এর দশকে কল্পনার অতীত ছিল। কার্যত শিক্ষার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘ অপশাসন। শিক্ষার নগ্ন রাজনীতিকরণের ফলে যে ব্যক্তির জাহাজের খালাসি হওয়ার কথা ছিল, তিনি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েছেন! শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও মর্যাদার সম্পর্ক ছিল, সেটা হারিয়ে গেল বামফ্রন্টের শাসনকালে। সিপিএম কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কলকারখানা গণ্য করে অধ্যাপিকা-অধ্যাপকদের এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে শ্রেণিশত্রু মনে করে বিধ্বংসী আন্দোলন শুরু করল। আজ তারা এবং তাদের তাঁবেদাররা টিভি চ্যানেলে বসে বড় বড় মিথ্যা কথা বলছেন।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের মূল প্রেরণা ছিল ভারতের মিশ্র সনাতন সংস্কৃতি। এই প্রেরণা থেকে এসেছে তাঁর স্বদেশচেতনা এবং জাতীয়তাবোধ বা রাষ্ট্রীয়তাবোধের অনুভূতি। এই উদার মিশ্র সংস্কৃতির প্রতীক ছিলেন ভগবান বুদ্ধ, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এবং বর্তমানে রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ। রাধাকৃষ্ণনের বালক বয়স থেকেই বিবেকানন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার অনুভূতি ছিল, যেটা তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ করেছেন। আমরা যাঁরা শিক্ষা জগতের সঙ্গে যুক্ত আছি, তাঁদের এ-কথাও অনুভব করবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে, পৃথিবীর মাটিতে শক্ত পায়ে দাঁড়ানো যায় না, মেরুদণ্ড সোজা রাখা যায় না, মানবিক মূল্যবোধ তৈরি হয় না। আমাদের কাজ, জীবনচর্চা ও প্রতিদিনের আচরণ দেখে ছাত্রেরা শিখবে, নিছক পুঁথিগত পাণ্ডিত্য ও ভাষণ থেকে নয়।

তাই আজ আত্মবিশ্লেষণের দিন, আত্ম-অনুধাবনের দিন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্বাস্থ্য-জীবনবিমায় জিএসটি বাদ দিতে বাধ্য হয়েছে কেন্দ্র : মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : আমরা জিএসটি বাদ দিতে বলেছিলাম স্বাস্থ্য ও বিমা ক্ষেত্রে। এখন সবাই তাই বলছে। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় নিজের বক্তব্যের মাঝখানে জিএসটি প্রসঙ্গ তুলে বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, বুধবারও স্বাস্থ্য ও বিমা ক্ষেত্রে জিএসটি মকুবের কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সবার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী এই দাবি জানিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে চিঠি লিখেছিলেন। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য পাঠিয়েছিলেন জিএসটি কাউন্সিলর বৈঠকে। সাধারণ মানুষের ভার লাঘব করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। শেষ পর্যন্ত সেই সুবিধা পাবেন গোটা দেশের মানুষ। এই জয় মুখ্যমন্ত্রীর জয়। তৃণমূলের জয়। মা-মাটি মানুষের জয়।

■ বিধানসভার স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের অনুষ্ঠানে বিধানসভার স্পিকার, মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রী-বিধায়করা।

হোটেল, আবাসন ও শিল্পে বিনিয়োগে গতি আনতে জমি বরাদ্দ

প্রতিবেদন : শিল্পে জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একাধিক বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। শিল্প, আবাসন ও হোটেল ব্যবসায় বিনিয়োগ বাড়াতে হাওড়া, মেদিনীপুর, হুগলি ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জুড়ে বিভিন্ন প্রকল্পে জমি বরাদ্দে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। হাওড়ার লিলুয়ায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও লজিস্টিক পার্ক তৈরির জন্য ফ্রি হোল্ড জমি বরাদ্দ হয়েছে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরে লিজ ও ফ্রি হোল্ড জমি দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আবাসিক ব্যবহারের জন্য ফ্রি হোল্ড জমি বরাদ্দের পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘায় হিডকোকে ই-অকশনের মাধ্যমে হোটেল ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। একই সঙ্গে হুগলির পোলবায় টেকনোম্যাক ইঞ্জিনিয়ারিংকে ফ্যাক্টরি তৈরির জন্য জমি দেওয়া হয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, শিল্প ও হোটেল খাতে বিনিয়োগে গতি আনতে এই সিদ্ধান্তগুলি রাজ্যের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে। এছাড়া, নগর উন্নয়ন ও পুর বিষয়ক দফতরের অধীনস্থ সংস্থার মালিকানাধীন বহু নন-রেসিডেন্সিয়াল প্লট দীর্ঘদিন ধরে শিল্প ইউনিটগুলির কর্মচারীদের আবাসনের জন্য লিজে দেওয়া ছিল। এই ধরনের জমি রিয়েল এস্টেট বা হাউসিং প্রোজেক্টে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে ফি আদায় সংক্রান্ত নীতি তৈরির প্রস্তাবেও ছাড়পত্র দিয়েছে মন্ত্রিসভা। বহু শিল্প ইউনিটকে অতীতে তাদের কর্মচারীদের আবাসিক ব্যবহারের জন্য ৯৯ বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য এই প্লট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই জমির একটি বড় অংশ আর প্রথাগত ব্যবহারে নেই। ফলে সেগুলিকে রিয়েল এস্টেট বা হাউসিং প্রকল্প নির্মাণে ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া হবে। তবে এই রূপান্তরের জন্য নির্দিষ্ট সরকারি ফি ধার্য হবে। কত শতাংশ হারে এই ফি নেওয়া হবে এবং কীভাবে তা কার্যকর করা হবে, সেই নিয়ে বিস্তারিত নীতি তৈরি করবে সরকার। এদিন রাজ্য মন্ত্রিসভা সেই নীতিই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রণয়নের অনুমোদন দিল।

জয়রামবাটি-কামারপুকুর উন্নয়ন পর্ষদ গঠনে ছাড়পত্র দিল মন্ত্রিসভা

প্রতিবেদন : শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও মা সারদার জন্মভিটের বিশেষ উন্নয়নের জন্য এবার আলাদা উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করল রাজ্য সরকার। বুধবার বিধানসভা ভবনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। গত মাসে আরামবাগে বন্যাপরিস্থিতি পরিদর্শনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি নতুন উন্নয়ন বোর্ড গঠনের ঘোষণা করেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বোর্ডের প্রধান হবেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এক স্বামীজি। সঙ্গে থাকবেন রাজ্যের মুখ্যসচিব। বোর্ডের অন্য সদস্যদের মনোনীত করবেন ওই স্বামীজি। এ ছাড়া এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ১০ কোটি টাকা অনুদানও ঘোষণা করেছে সরকার। এছাড়া, এআইএস ও কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস আধিকারিকদের মতো এবার থেকে ৪০ বছর বা তার বেশি বয়সি ডব্লুবিসিএস (এক্সিকিউটিভ) ও ডব্লুবিপিএস আধিকারিকদের বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যপরীক্ষা চালু করা হবে। রাজ্যের অর্থ ও স্বরাষ্ট্র দফতর যৌথভাবে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করবে।

খরচ ৯৬ কোটি টাকা, সমব্যথী প্রকল্পে চলতি বছরে ৪.৮ লক্ষ মানুষকে সাহায্য

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকারের সমব্যথী প্রকল্পের আওতায় চলতি আর্থিক বছরে চার লক্ষ আশি হাজারের বেশি মানুষকে অন্ত্যেষ্টির খরচ বাবদ ৯৬ কোটি টাকারও বেশি আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। প্রকল্প চালুর পর থেকে এখন পর্যন্ত চার কোটিরও বেশি মানুষ এই সুবিধা পেয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে তৃণমূল বিধায়ক বিবেক গুপ্তার প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানান রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। মন্ত্রী বলেন, সমব্যথীর মতো প্রকল্প সারা দেশে একমাত্র বাংলাতেই চালু রয়েছে। যেখানে মৃতের অন্ত্যেষ্টির খরচ বহন করে সরকার। এই খাতে বাজেট বাড়ানোর কোনও পরিকল্পনা আছে কি না, প্রশ্নে ফিরহাদ হাকিম জানান, কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। দিল্লির বর্তমান সরকারের পতন হলে এবং নতুন সরকার সেই টাকা দিলে, আমরা ভবিষ্যতে এই খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করব।

প্রশাসনিক কাঠামো মজবুত করতে ১৮টি নতুন পদ সৃষ্টি

প্রতিবেদন : প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে আরও মজবুত করতে রাজ্য মন্ত্রিসভা বৃহস্পতিবার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল। নতুন করে ১৮টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাবে ছাড়পত্র মিলেছে। এর মধ্যে রয়েছে মৎস্য দফতরে অর্থ দফতরের যুগ্মসচিবের একটি পদ, অর্থ দফতরে ডেপুটি সেক্রেটারির দু'টি পদ, নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের অধীনে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে আইটি অফিসারের একটি পদ। পাশাপাশি রাজভবনে গভর্নরের দফতরে অস্থায়ীভাবে দুটি ওএসডি সিনিয়র লেভেল পদও সৃষ্টির সিদ্ধান্ত হয়েছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবাকে শক্তপোক্ত করতে জোর দেওয়া হয়েছে নার্সিং নিয়োগেও। রাজ্যের ১১টি মেডিক্যাল কলেজে বিপুলসংখ্যক নার্সিং স্টাফ নিয়োগের প্রস্তাবও এদিন মন্ত্রিসভায় পাশ হয়েছে। ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা মেটাতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শুধু স্বাস্থ্য নয়, শিল্প ও কর্মসংস্থানেও নজর দিচ্ছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের অধীনে শিল্প ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির ৭১তম বৈঠকের কার্যবিবরণী এদিন মন্ত্রিসভায় পেশ হয়েছে। তাতে ফের একবার স্পষ্ট হয়েছে, কর্মসংস্থান বাড়াতে রাজ্য ধারাবাহিক উদ্যোগ নিচ্ছে।

নার্সিং নিয়োগে জোর

জনকল্যাণমূলক নীতির অঙ্গ হিসেবে শিক্ষাক্ষেত্রেও নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়িতে রাজবংশী ও কামতাপুরি ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয় চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে নিয়োগ করা হবে ১২ জন প্যারাটিচার। এর মধ্যে রাজবংশী মাধ্যমে ২ জন এবং কামতাপুরী মাধ্যমে ১০ জন শিক্ষক থাকবেন। রাজ্য সরকারের দাবি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যটন থেকে শিল্প—সব ক্ষেত্রেই সমান্তরালভাবে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কার্যকর করা হচ্ছে।

প্রয়াত বিধায়ক জাফিকুল

■ মুখ্যমন্ত্রীর তরফে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

প্রতিবেদন : প্রয়াত ডোমকলের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক জাফিকুল ইসলাম। বৃহস্পতিবার বিকেলে কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। বয়স হয়েছিল ৪৯। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ক্যানসারে ভুগছিলেন। চিকিৎসাও চলছিল। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে তিনি সিপিএম প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমানকে ৪৭ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত করেন। কিন্তু তারপরেই ক্যানসারে আক্রান্ত হন। মুর্শিদাবাদে তিনি অন্যতম জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। দীর্ঘ সময় ডোমকল পুরসভার চেয়ারম্যান ও প্রশাসক ছিলেন। ১৯৭৬ সালে ডোমকলের গোবিন্দপুরে জাফিকুলের জন্ম। উচ্চমাধ্যমিকের পর দূর শিক্ষায় একাধিক ডিগ্রি অর্জন করেন। মৃত্যুকালে রেখে গেলেন স্ত্রী ও তিন কন্যাকে।

হাসপাতালে আহত মার্শাল দেবব্রত

প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বিজেপির চূড়ান্ত অসভ্যতা ও গুন্ডামির কারণে আহত হলেন মার্শাল, ডেপুটি মার্শাল-সহ আর বেশ কয়েকজন। আঘাত গুরুতর হওয়ায় বিধানসভার মার্শাল দেবব্রত মুখোপাধ্যায়কে ভর্তি করতে হয়েছে এসএসকেএম হাসপতালের আইসিইউ-তে। তাঁর বুকে-কোমরে ব্যাপক চোট রয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলার সময় বিজেপি বিধায়করা চূড়ান্ত অসভ্যতা করে। পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠায় মুখ্যমন্ত্রী নিজে ওয়েলে নেমে দলের বিধায়কদের শান্ত করেন। এদিন বিধানসভায় দীর্ঘক্ষণ স্লোগান শুটিং চালানোর পর বিজেপি বিধায়করা কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি এবং কটূক্তি করতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূল বিধায়করা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। শুরু হয় প্রবল বাদানুবাদ, পাল্টা স্লোগান। পরিস্থিতি সামলাতে ওয়েলে নেমে পড়েন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। আসেন ইন্দ্রনীল সেন, দেবাশিস কুমার, নির্মল ঘোষরা। বিজেপি পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যে, হুমায়ুন কবীর, উদয়ন গুহরা নিজেদের শান্ত রাখতে পারছেন না। ডোমজুড়ের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ-সহ বাকিদের সঙ্গে তখন প্রায় হাতাহাতি অবস্থা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে এবার ময়দানে নামলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাঃ শশী পাঁজা, অসীমা পাত্র, লাভলি মৈত্র-সহ দলের বিধায়কদের শান্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী। ওয়েলে নেমে সকলকে উত্তেজিত না হওয়ার পরামর্শ দেন। বিধায়কদের নির্দেশ দেন নিজেদের আসনে বসার।

■ মার্শাল দেবব্রত মুখোপাধ্যায়।

রাজ্য
5 September, 2025 • Friday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ডোরিনা ক্রসিংয়ে ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদে ধরনা জয় হিন্দ বাহিনীর

তৃণমূলের মোকাবিলায় ব্যর্থ, তাই সেনাকে অপব্যবহার বিজেপির

■ জয় হিন্দ ব্যান্ডের সঙ্গে বাংলা গানে প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ। বাংলা ভাষার উপর বিজেপির আক্রমণের প্রতিবাদে ধর্মতলায় তৃণমূল জয় হিন্দ বাহিনীর ধরনামঞ্চে। ছিলেন কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ বক্সি, জয়প্রকাশ মজুমদার, সব্যসাচী দত্ত, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন সাহা, কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

প্রতিবেদন : বাংলা চিরকালই প্রতিবাদী চরিত্র। বাংলার মানুষ কোনও দিন অন্যায় সহ্য করেনি, আজও করবে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তাই বাংলা-বিরোধী বিজেপির বাংলাবিদ্বেষের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে গোটা বাংলা। মঙ্গল-বুধের পর বৃহস্পতিবারও ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং উত্তাল হল তৃণমূল কংগ্রেসের ভাষা-আন্দোলনে। সভাপতি কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এদিন ধরনা কর্মসূচিতে বিজেপির বাংলা ও বাঙালিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হল তৃণমূল কংগ্রেসের জয়হিন্দ বাহিনী। গত সোমবার মেয়ো রোডে তৃণমূলের আন্দোলন-মঞ্চ অনৈতিকভাবে খুলে দিয়েছে সেনাবাহিনী। আসলে সেনাকে সামনে রেখে তৃণমূলের ভাষা-আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করতে চায় বিজেপি। তারপরই নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গান্ধীমূর্তির পাদদেশ থেকে ধরনামঞ্চ সরিয়ে এনে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে করার কথা বলেন। মঙ্গলবার থেকে সেখানেই চলছে প্রতিবাদ-আন্দোলন। এদিন ধরনামঞ্চে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার আগামী কয়েকদিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কবে কোন সংগঠন ধরনা-প্রতিবাদে নেতৃত্ব দেবে তার বিস্তারিত ব্যাখা দেন তিনি। একইসঙ্গে জয়প্রকাশ বলেন, বাংলাকে কোণঠাসা করার চেষ্টা ব্রিটিশরা করেছিল। কারণ, সারা ভারতে কোথাও তাদের এত বেগ পেতে হয়নি। একমাত্র তৎকালীন অবিভক্ত বাংলাকে দমন করতে পারেনি ইংরেজরাও। বাংলা কোনওদিন অন্যায় মেনে নেয়নি, আজও মানবে না। তাও আবার এখন বাংলার নেতৃত্বে অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি যাতে কুৎসা রটিয়ে, কুরুচিকর কটূক্তি করে বাংলার ঐতিহ্য-কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে কলঙ্কিত না করতে পারে, বাংলার অপমান না করতে পারে; তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তাঁর পিছনে রয়েছে বাংলার সাড়ে দশ কোটি মানুষ। আবার জয় হিন্দ বাহিনীর ধরনামঞ্চে হাজির হয়ে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, তৃণমূলকে মোকাবিলা করতে পারছে না বিজেপি। বাংলার প্রাপ্য ১ লক্ষ ৯৫ হাজার কোটি টাকা বন্ধ করে রেখেছে। সিবিআই-ইডির মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়েও তৃণমূলকে বাগে আনতে পারছে না। শেষপর্যন্ত সেনাবাহিনীকে নামাতে হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঠেকাতে। আমরা সেনার বিরুদ্ধে নই, সেনাবাহিনী আমাদের গর্ব। কিন্তু যারা সেনাবাহিনীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অপব্যবহার করছে, আমরা তাঁদের বিরোধিতা করছি। ২০২৬ সালে ২৫০-এর বেশি আসন নিয়ে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মনে কোনও দ্বিধা রাখবেন না। লিখে রাখুন, মিলিয়ে নেবেন। এদিন সভাপতি কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জয় হিন্দ বাহিনীর ধরনা কর্মসূচিতে ছিলেন সব্যসাচী দত্ত, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপরঞ্জন বক্সি, সন্দীপন সাহা-সহ তৃণমূলের জয় হিন্দ বাহিনীর কর্মী-সমর্থকেরা।

মরশুমে ১৪তম নিম্নচাপ দশ গোল দিচ্ছে গরমকে

প্রতিবেদন : ভাদ্রের পচা-গরম যেখানে অতিষ্ঠ করে তোলে সেখানে এই বছর গরমকে দশ গোল দিয়ে রেকর্ড গড়ল নিম্নচাপ। এই মরশুমে এই নিয়ে ১৪তম নিম্নচাপ তৈরি হল। যা নজিরবিহীন। উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়েছিল। সেটি ধীরে ধীরে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এর প্রভাবে গোটা রাজ্যে বৃষ্টি যেমন বাড়বে তেমনই ঝোড়ো হাওয়াও বইবে। উত্তাল থাকবে সমুদ্র। মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃষ্টি ও নজির গড়েছে রাজ্য। চলতি বর্ষায় এখনও পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ১৭ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে। স্বাভাবিকের তুলনায় ১৫ শতাংশ কম বৃষ্টি পেয়েছে উত্তরের জেলাগুলি। কলকাতায় স্বাভাবিকের তুলনায় ১৮ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে। পূর্বাভাস অনুযায়ী, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণের অধিকাংশ জেলায়। শনি এবং রবিবার বৃষ্টির পরিমাণ কমতে পারে। তবে আগামী সপ্তাহের শুরুতেই ফের বৃষ্টি বাড়বে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। রবিবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরের জেলাগুলিতে। রবি ও সোমে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে।

এসি লোকালের স্টপেজের দাবি জানালেন বিধায়ক

সংবাদদাতা, অশোকনগর : এবার অশোকনগরে এসি ট্রেন দাঁড়ানোর জন্য স্টেশন মাস্টারকে আবেদন জানালেন অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। শিয়ালদা বনগাঁ শাখায় এসি ট্রেন চলবে কিন্তু অশোকনগরে সেই ট্রেন দাঁড়াবে না। এমনই খবর রটে যায়। এরপরেই ক্ষোভে ফুঁসতে থাকেন অশোকনগরের বাসিন্দারা। বুধবার দুপুরে অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী অশোকনগরের বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে যান অশোকনগরের স্টেশন মাস্টার প্রদীপকুমার বিশ্বাসের ঘরে। সব শুনে স্টেশন মাস্টার বলেন, এসি ট্রেন অশোকনগর স্টেশনের উপর দিয়ে গেলেও দাঁড়াবে না। এর পরে বিধায়ক ট্রেন না দাঁড়ানোর কারণ জানতে চান। স্টেশন মাস্টার সঠিকভাবে কারণ দর্শাতে না পারায়, বিধায়ক তখন বলেন, অশোকনগরের বাসিন্দাদের স্বার্থে ট্রেন যেন ওই স্টেশনে দাঁড় করানো হয়। বিধায়কের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে সাধারণ ট্রেন যাত্রীরা।

অত্যাচার সহ্য করা হবে না, প্রতিবাদ হবেই : গণমঞ্চ

প্রতিবেদন : বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষীদের যেভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে, ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হচ্ছে তাতে নিন্দার ঝড় উঠেছে সর্বত্র। এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার রাসবিহারী মোড়ে বাঙালিকে 'ডিটেনশন ক্যাম্প'-এ বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ। এদিনের প্রতিবাদ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত, সমাজকর্মী কল্যাণ সেনগুপ্ত, বর্ণালী মুখোপাধ্যায়, বাংলা জাতীয় সম্মেলনের সভাপতি সিদ্ধব্রত দাস। ছিলেন অর্থনীতিবিদ প্রদীপ্ত গুহঠাকুরতা, সাংবাদিক পার্থসারথি গুহ, অভিনেতা রাহুল চক্রবর্তী, ভিভান ঘোষ, সমাজকর্মী সুশান রায়, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক সুমন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

■ বাংলা ও বাঙালির অস্মিতা রক্ষায় রাসবিহারীতে দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের প্রতিবাদ সভা।

গণমঞ্চের সদস্যদের সাফ কথা, সমস্ত কিছু সহ্য করার একটি সীমা থাকে। বাঙালিরা আর মুখ বুজে এসব সহ্য করবে না। বিজেপির ধরে ধরে ডিটেনশন ক্যাম্পে তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করা, বাঙালিকে-বাংলা ভাষাকে অপমান করার বিরুদ্ধে বাঙালিরা প্রতিরোধ গড়ে তুলবে বাঙালি। বাঙালিই একমাত্র পারবে বিজেপির এইসব চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। তাঁদের হুঁশিয়ারি, এই অন্যায় অত্যাচার আর সহ্য করা হবে না। বাঙালি প্রতিরোধ গড়ে তুলবেই।

■ দেগঙ্গা ব্লকের চৌরাশি পঞ্চায়েতের শিমুলিয়া এফপি স্কুল এবং দক্ষিণ চৌরাশি এফপি স্কুলে ১৮৪, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২ এই ছ'টি বুথের আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক শাহাজি, স্থানীয় প্রধান বাপ্পা মণ্ডল, উপপ্রধান লিয়াকত আলি সাগর, নারায়ণ বিশ্বাস, পারভিন সুলতানা, জালালউদ্দিন প্রমুখ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দীর্ঘ অসুস্থতার পর প্রয়াত হলেন জয়নগর-মজিলপুর পুরসভার প্রাক্তন প্রধান প্রশান্ত সরখেল (৮৬)। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাড়িতেই তাঁর মৃত্যু হয়

কেন্দ্রের সেরার তালিকায় যাদবপুর শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী-শিক্ষামন্ত্রীর

প্রতিবেদন : স্টেট ইউনিভার্সিটির নিরিখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দেশের মধ্যে এক নম্বর। শুভেচ্ছা বার্তা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল র‍্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের র‍্যাঙ্কিং তালিকা প্রকাশ করেছে। এবার দেশের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা পেয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স। এই তালিকায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৯ নম্বরে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছে ৩৯ তম স্থান।

মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব আবারও স্বীকৃতি পেল। ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক আজ দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির র‍্যাঙ্কিং 'ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্কিং ২০২৫' (এনআইআরএফ) ঘোষণা করেছে। এই বছর, 'রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়' বিভাগে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম স্থান অধিকার করেছে, এবং

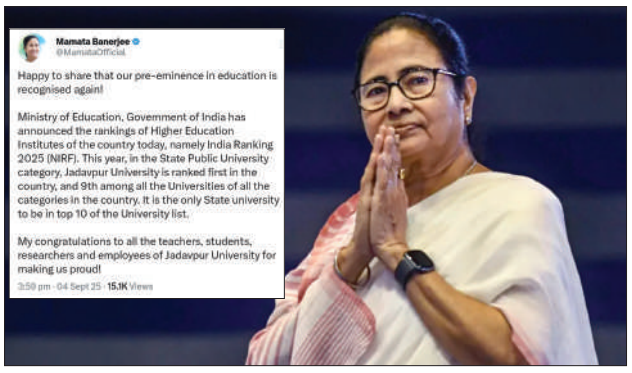

দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নবম স্থান অধিকার করেছে। একমাত্র যাদবপুর রাজ্যের মধ্যে তালিকার শীর্ষ ১০-এ স্থান পেয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক এবং কর্মচারীদের আমাদের গর্বিত করার জন্য আমার তরফ থেকে অভিনন্দন। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলা আবার ভারতসেরা।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনাল র‍্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক বা এনআইআরএফ র‍্যাঙ্কিং তালিকার সরকার পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে ১ নম্বরে যাদবপুর। দীর্ঘদিন নিয়মিত উপাচার্যহীন করে ফেলে রাখার পরেও! আর ভারতের সেরা ১০টি কলেজের মধ্যে ২টি বাংলার। বাংলাকে দমানো যায়নি, যায় না, যাবে না।

রিপোর্ট তলব

প্রতিবেদন : ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লার কনভয়ের পাইলট গাড়ির ধাক্কায় বাইক চালকের মৃত্যুর তদন্তে তৎপর লালবাজার। কনভয়ে ব্যবহৃত গাড়ির অবস্থা নিয়ে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। কেন কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, গাড়িটির কিছু যান্ত্রিক সমস্যা ছিল কি না, কোন অফিসার এই বিষয়গুলি দেখেন, সেইসমস্ত কিছু জানতে চেয়ে ডিসি ইস্টের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে লালবাজার।

মৃত বাঘিনি

সংবাদদাতা, ঝড়খালি : বুধবার রাতে ঝড়খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে মৃত্যু হল এক বাঘিনির। মৃত বাঘিনীর নাম সোহিনী। মৃত্যুকালে ২৩ বছর বয়স হয়েছিল তার। বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের পর দেহ সমাধিস্থ করা হয় বলে বন দফতর সূত্রে খবর। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বনবিভাগের ডিএফও নিশা গোস্বামী জানিয়েছেন, বার্ধক্যজনিত কারণের জেরেই মৃত্যু হয়েছে সোহিনীর। দীর্ঘদিন ধরেই বয়সের কারণে শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিল সোহিনী।

ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ অভিষেকের

■ হাওড়া গ্রামীণ জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে সুব্রত বক্সি ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

(প্রথম পাতার পর) বলেন, শিবিরে গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তাঁদের সমস্যার কথা শুনতে হবে। এই কর্মসূচি সফল করার জন্য এলাকায় প্রচার চালাতে হবে। ছোট ছোট সভা, বৈঠক করে এলাকায় গিয়ে প্রচার চালাতে হবে। সেই সঙ্গে রাজ্যের জনমুখী প্রকল্পগুলির কথাও মানুষের কাছে বেশি করে তুলে ধরতে হবে। এইসব প্রকল্পের সুবিধা সবাই পাচ্ছেন কি না তা নিশ্চিত করতে হবে। এর পাশাপাশি সংগঠনকেও আরও মজবুত করে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতিও এখন থেকে শুরু করে দেওয়ারও নির্দেশ দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ-প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা সবার রিপোর্ট কার্ড তৈরি করেছি। তার ভিত্তিতে সাংগঠনিকস্তরে কিছু রদবদল হতে পারে। যে পরিবর্তন হবে সেই নিয়ে সবাইকে একসঙ্গে ২০২৬-এর ভোটের জন্য এখন থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে গতবারের মতো এবারও হাওড়ায় সব ক'টি আসনে জিততে হবে। সেই লক্ষ্যেই এখন থেকে সবাইকে একসঙ্গে প্রস্তুতি শুরু করে দিতে হবে। এই নিয়ে হাওড়া সদরের সভাপতি ও বিধায়ক গৌতম চৌধুরি বলেন, আমাদের দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকে তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আমরা সবাই তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, ছাব্বিশের নির্বাচনে হাওড়ার সব ক'টি বিধানসভা আসনে জয়ী হয়ে আমরা তাঁকে উপহার দেব। সেই লক্ষ্যে সকলে এখন থেকেই নেমে পড়ছি। এদিন বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত ঝাড়গ্রামের বৈঠক চলে। বৈঠকে যোগ দেন ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান বীরবাহা সরেন টুডু, জেলা সভাপতি তথা নয়াগ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মু, রাজ্যের মন্ত্রী ও ঝাড়গ্রামের বিধায়ক বীরবাহা হাঁসদা, গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো, বিনপুরের বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা ও শাখা সংগঠনের জেলা সভাপতিদের নিয়ে। বৈঠক শেষে বিনপুরের বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা জানান, দলের সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। ঊর্ধ্বতন নেতৃত্ব সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার দিকনির্দেশ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে বিভিন্ন ব্লকের সভাপতি পদে রদবদল নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ ১৪১ নং ওয়ার্ডে গার্ডেনরিচ হাসপাতালে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের উদ্বোধনে মন্ত্রী মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বৃহস্পতিবার।

■ বৃহস্পতিবার বাংলার তাঁতের হাট উদ্বোধনে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, সুজিত বসু, বিপ্লব মিত্র ও রাজেশ পাণ্ডে প্রমুখ।

শিক্ষকদের অনুরোধ মুখ্যমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর) একাধিক রাজ্যে বাঙালি অস্মিতায় আঘাত আনা হচ্ছে। ভিন রাজ্যে বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হচ্ছে। আমাদের রাজ্যে কিন্তু ভিন রাজ্যের শ্রমিকেরা আনন্দে রয়েছেন।

১২ স্কুল-৭৩ শিক্ষক : এদিন সেরা ১২টি স্কুলকে শিক্ষা ও খেলাধুলায় উৎকর্ষের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। মোট ৭৩ জন শিক্ষক শিক্ষারত্ন সম্মান পান। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু শিক্ষকদের হাতে মানপত্র, শাল, ঘড়ি, স্মারক, বই ও ২৫ হাজার টাকা তুলে দেন। উপস্থিত সকল শিক্ষককে শিক্ষক দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, যাঁরা সমাজ গড়েন, যাঁরা শিক্ষালয় গড়েন, তাঁদের আমি সর্বোচ্চ সম্মান করি।

মুখ্যমন্ত্রী অভিভূত : ভবানীপুরের মন্মথনাথ নন্দন বয়েজ অ্যান্ড গার্লস স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষিকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে সম্মান প্রদান করল স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রাক্তন শিক্ষিকার সম্মান পেয়ে আপ্লুত মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, নতুনভাবে সেজেছে স্কুল। পেইন্টিং দিয়ে সাজিয়ে স্মার্ট ক্লাস তৈরি হয়েছে। এখন বাংলা-ইংরেজি দুটি মিডিয়ামেই পড়ানো হয়। এদিন নিজের পরিবারের উদাহারণ তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, এখন মহিলারা কত উন্নতি করেছে। নিজেরা বিদেশে গিয়ে কেরিয়ার গড়ছেন। বাংলা এভাবে এগিয়ে চলুক। মহিলারা এগিয়ে চলুক।

আইন মেনে ব্যবস্থা : মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ১০ বছর শিক্ষক হিসাবে কাজ করার পরেও যাঁরা পরীক্ষাতেও বসতে পারছেন না, তাঁদের নিয়ে আইনত আলোচনা করছি। আইনি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী হয়তো তাঁরা আর শিক্ষক হতে পারবেন না, কিন্তু তাঁরা যাতে অন্তত গ্রুপ সি-র চাকরি পান, তার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি। তাঁদের হতাশ হতে বারণ করব। কারণ, আমাদের সরকার মানবিক সরকার। আমরা রাজনীতি দেখে কাজ করি না, মানুষের কথা ভেবে কাজ করি।

মেট্রোর জট কাটাতে বৈঠক

প্রতিবেদন : মেট্রো প্রকল্পের জেরে বিপর্যস্ত জনজীবন। এই পরিস্থিতিতে চিংড়িঘাটায় মেট্রো প্রকল্পের জট কাটাতে সব পক্ষকে একসঙ্গে বৈঠকে বসা নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেইমতো এবার আগামী মঙ্গলবার পার্ক স্ট্রিট মেট্রো ভবনে এই বৈঠকে বসতে চলেছে মেট্রো, আরভিএনএল, পরিবহণ দফতর, পুলিশ, কলকাতা পুরসভা ও নগরোন্নয়ন দফতর। এদের তরফে কারা উপস্থিত থাকবেন বৃহস্পতিবার তাঁদের নাম জমা পড়ল হাইকোর্টে। বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ বলে, ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে বৈঠকে বসুন। আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানিতে বৈঠকের রিপোর্ট জমা দিতে হবে আদালতে।

ব্যক্তিগত মত প্রকাশ সাংবিধানিক অধিকার অধ্যাপকের নিয়োগ দিয়ে জানাল হাইকোর্ট

রাহুল রায়

ব্যক্তিগত মত প্রকাশ সাংবিধানিক অধিকার। তা খর্ব করা যায় না। মিশনের ভাবাদর্শবিরোধী হলেও নিয়োগে অস্বীকার করতে পারে না ম্যানেজিং কমিটি। বুধবার এই পর্যবেক্ষণের পর তমাল দাশগুপ্ত নামে জনৈক ব্যক্তিকে রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজে অধ্যাপক পদে নিয়োগের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

শুধুমাত্র সমাজমাধ্যমে ব্যক্তিগত পোস্ট। তার জেরে কলেজ সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও ওই ব্যক্তিকে অধ্যাপক পদে নিয়োগ দিতে অস্বীকার করে রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজ। কর্তৃপক্ষের দাবি, ওই ব্যক্তি সমাজমাধ্যমে কিছু ব্যক্তিগত পোস্ট করেছিলেন, যা মিশনের ভাবাদর্শকে আঘাত করেছে। মিশন এই কারণে নিয়োগ করতে অস্বীকার করায় ওই ব্যক্তি আদালতের দ্বারস্থ হন। কিন্তু বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ, ব্যক্তিগত মত সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করা সাংবিধানিক অধিকার। মিশনের ভাবাদর্শ বিরোধী হলেও তাঁকে নিয়োগ দিতে সেখানকার ম্যানেজিং কমিটি অস্বীকার করতে পারেন না। এই সিদ্ধান্ত একজনের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে। মিশন কখন সার্ভিস কমিশনের কাছে দাবি করতে পারে না যে, কমিশন শুধুমাত্র তাদেরই নিয়োগ করবে যারা মিশনের ভাবাদর্শ মেনে চলেন।

ইংরেজিতে এমএ এবং ২০১৫ সালে পিএইচডি করার পর ২০২০ সালে কমিশন নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করে। ওই ব্যক্তি তা উত্তীর্ণ হন। মেধাতালিকা মেনে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে তিনি নরেন্দ্রপুরে মিশনকে বেছে নেন। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ নিয়োগপত্র দিতে অস্বীকার করে দাবি করে অটোনমাস কলেজ হিসাবে তারা কমিশনের সুপারিশ মানতে বাধ্য নয়। কিন্তু হাইকোর্ট সেই সিদ্ধান্ত খারিজ করে জানিয়ে দিয়েছে কমিশনের সুপারিশ মেনে নিয়োগ করতে হবে। সেক্ষেত্রে মিশনের সিদ্ধান্ত খারিজ করে ওই ব্যক্তিকে অবিলম্বে ইংরেজি বিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

৮
৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শুক্রবার

আমার বাংলা

5 September, 2025 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ময়নাগুড়ি-রায়গঞ্জ নয়া বাস পরিষেবা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : পুজোর আগে এবিএসটিসির উপহার। বৃহস্পতিবার চালু হল ময়নাগুড়ি থেকে রায়গঞ্জ নয়া রুটের বাস পরিষেবা। সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্ত দেব অধিকারী, ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায়-সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। জানা গেছে, প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় করে কেনা হয়েছে এই অত্যাধুনিক বাসটি। প্রতিদিন ময়নাগুড়ি থেকে রায়গঞ্জ পর্যন্ত চলবে এই বাস, যা সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করবে। শুধু তাই নয়, বালুরঘাট

■ বাস পরিষেবার সূচনায় এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়।

পর্যন্ত বাস চালুর দাবিও শীঘ্রই পূরণ হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে নিগমের তরফে। পুজোর পর ময়নাগুড়ি থেকে রামসাই পর্যন্ত নতুন বাস পরিষেবা চালুর কথাও ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি ময়নাগুড়ির পড়ুয়াদের স্বার্থে কোচবিহার ও শিলিগুড়িগামী দুটি দূরপাল্লার বাসকে দোমোহানি হয়ে চালানো হবে বলে জানানো হয়। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমের ময়নাগুড়ি ডিপোকে আরও আধুনিক করার জন্য বড় আর্থিক বরাদ্দ করা হয়েছে। ডিপোর শেড নির্মাণে ৪৫ লক্ষ টাকা, সীমানা পাকা দেওয়াল তৈরিতে আরও ৪৫ লক্ষ টাকা এবং মেঝে সংস্কারের জন্যও ৪৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে। এদিন অনুষ্ঠানে পার্থপ্রতিম রায় বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সবসময় মানুষের কথা ভাবে। পরিবহণ পরিষেবা উন্নত করাই আমাদের লক্ষ্য। ময়নাগুড়ি থেকে নতুন বাস চালুর ফলে সাধারণ মানুষ যেমন উপকৃত হবেন, তেমনি পড়ুয়া ও কর্মজীবী মানুষের যাতায়াত আরও সহজ হবে। আগামী দিনে মানুষের দাবি মেনেই একের পর এক নতুন পরিষেবা চালু করা হবে। তৃণমূল সরকারের এই পদক্ষেপে খুশি ময়নাগুড়ির মানুষ, কারণ বহুদিনের দাবি এবার পূরণ হতে চলেছে।

অসুস্থ যাত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন বিধায়ক

ট্রেনে হৃদরোগে আক্রান্ত প্রৌঢ় মিলল না চিকিৎসা, ক্ষুব্ধ যাত্রীরা

সংবাদদাতা, কোচবিহার : চলন্ত ট্রেনে হৃদরোগে আক্রান্ত হন প্রৌঢ়। রেলের জরুরি নম্বরে ফোন করেও মিলল না পরিষেবা। রোগীকে নিয়েই ১৫৩ কিলোমিটার ওইভাবেই এগোল ট্রেন! পরে ভর্তি করা হল হাসপাতালে। এই ঘটনা ফের প্রমাণ করল রেল কতটা উদাসীনতা, অমানবিকতাও। বুধবার রাতে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে চেপে শিয়ালদহ থেকে কোচবিহারে ফিরছিলেন কোচবিহার জেলার সাহেবের হাটের বাসিন্দা দীনেশ রায় (৬৮)। শিয়ালদহ থেকে ছেড়ে ট্রেন যখন দক্ষিণেশ্বরে তখন সেই যাত্রী হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হন। এরপরে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের সেই যাত্রীকে বোলপুর স্টেশনে নামিয়ে স্টেশন সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করান স্টেশন মাস্টার-সহ দু'জন সহযাত্রী। রেলের এই উদাসীনতার বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ ও দলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়। তিনি লিখেছেন, বীরভূম জেলার লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহাকে অনুরোধ করেছি যাত্রীর চিকিৎসার বিষয়টি খোঁজ নেওয়ার জন্য। বিধায়ক আশ্বস্ত করেছেন, ওই যাত্রীর চিকিৎসার সমস্তরকমের সহায়তা করার। রেলের যাত্রীদের নিয়ে এই উদাসীনতার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানাই। জানা গেছে, লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা বোলপুরের সেই বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকের সাথে কথা বলেছেন। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের সেই অসুস্থ যাত্রী দীনেশবাবু চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন বলে চিকিৎসকরা জানান। ইতিমধ্যে দীনেশবাবুর বাড়ির দু'জন একটি গাড়ি করে কোচবিহার থেকে বোলপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন বলে জানা গেছে। দীনেশবাবুর মেয়ে জামাইয়ের সাথে ফোনে কথা বলেন পার্থপ্রতিম রায়।

শিবিরে সাধারণের দাবি শুনে দ্রুত সমাধানের আশ্বাস মন্ত্রীর

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : মানুষের মাঝে প্রশাসন। কোন কাজ আগে প্রয়োজন, নিজেরাই বলছেন সাধারণ মানুষ। শুনছে প্রশাসন। মিলছে পরিষেবা। সৌজন্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্প আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত শিবিরে সাধারণ মানুষের বিপুল ভিড় লক্ষ করা যায়। এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী বুলু চিক বরাইক উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রীকে কাছে

■ শিবিরে মানুষের কথা শুনছেন মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক।

পেয়ে গ্রামবাসীরা একে একে নিজেদের নানা সমস্যা ও দাবি তুলে ধরেন। মন্ত্রী বুলু চিক বরাইক বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মানুষের দোরগোড়ায় সরকার পৌঁছে দিতে চান। সেই লক্ষ্য নিয়েই এই প্রকল্প। মানুষের সমস্যা শুনে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করা আমাদের দায়িত্ব। শিবিরে পানীয় জলের সমস্যা, রাস্তা মেরামত, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সংক্রান্ত একাধিক আবেদন জমা পড়ে। উপস্থিত আধিকারিকদের তিনি দ্রুত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন। ক্রান্তি তৃণমূল ব্লক সভাপতি মহাদেব রায় বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ সরাসরি প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে নিজেদের কথা জানাতে পারছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগে মানুষের আস্থা আরও বাড়ছে। শিবির শেষে স্থানীয়রা জানান, মন্ত্রী সহজভাবে সবার সঙ্গে কথা বলায় তাঁরা আপ্লুত। পাশাপাশি সমস্যার দ্রুত সমাধানের আশ্বাস পেয়ে গ্রামবাসীরা আশ্বস্ত হন।

সুষ্ঠুভাবে উৎসব সম্পন্ন করতে রায়গঞ্জে হল সমন্বয় বৈঠক

■ বৈঠকে সুরেন্দ্রকুমার মিনা, সন্দীপ বিশ্বাস, রামনিবাস সাহা প্রমুখ।

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : সুষ্ঠুভাবে দুর্গাপুজো সম্পন্ন করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। এই মর্মে বৃহস্পতিবার পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে বৈঠক হল রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায়। ছিলেন উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা, রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, কালিয়াগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান রাম নিবাস সাহা সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা। মূলত পুজো কমিটিগুলির কর্মকর্তাদের সাথেই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রশাসন সূত্রের খবর, এ-বছর আসান এর মাধ্যমে দেওয়া হবে পুজোর যাবতীয় অনুমতি। এই ইন্টিগ্রেটেড পোর্টাল থেকেই পুজো কমিটিগুলি একটি আবেদন করেই পেয়ে যাবেন ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর, বিদ্যুৎ দফতর, অগ্নি নির্বাপণ দফতর, পুলিশ বিভাগ, প্রশাসন থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন। আবেদনের শেষ তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর। এরপর ব্লক ও পুরসভায় স্থানীয় পুজো কমিটিগুলির সাথে এইরূপ সমন্বয় বৈঠক করা হবে বলে জানা গেছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

পাহাড় পরিচ্ছন্ন রাখতে উদ্যোগ

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : পাহাড় পরিচ্ছন্ন রাখতে বিশেষ উদ্যোগ নিল দার্জিলিং পুরসভা। আবর্জনার ভ্যাটের আধুনিকীকরণ করা হল। এবার থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করতে ঘুরবে গাড়ি। দিনে দু'বার করে এই গাড়ি এসে হাজির হবে। সময় সকাল সাতটা থেকে আটটা এবং পরের গাড়িটি আসবে সন্ধে ছ'টা থেকে সাতটা। তারমধ্যেই দার্জিলিংয়ের আনাচ-কানাচের সব আবর্চনা সাফ করা হবে।

বালুরঘাটে ওয়াটার এটিএম পুরসভার উদ্যোগের প্রশংসা

■ উদ্বোধনে পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র।

সংবাদদাতা, বালুরঘাট: স্থানীয়দের দাবি ও আবেদনে সাড়া দিয়ে বালুরঘাট পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে উদ্বোধন হল পরিস্রুত পানীয় জলের মেশিন। বৃহস্পতিবার বালুরঘাটের মালোপাড়া এলাকায় এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ফিতে কেটে মেশিনটির উদ্বোধন করেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র। বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর নিতা নন্দী এবং পুরসভার সংশ্লিষ্ট দফতরের এমসিআইসি অনজ সরকার। প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্থাপিত এই মেশিন এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। স্থানীয়রা জানান, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব এতদিন বড় সমস্যা ছিল, কিন্তু এই পদক্ষেপ তাদের জীবনে এক নতুন স্বস্তি এনে দেবে।

শিক্ষক দিবসে পড়ুয়াদের পরিবারকে সম্মান জানাল স্কুল

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : প্রত্যেকটি শিশুর প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র তার বাড়ি। পরিবার থেকেই তার শিক্ষার শুরু। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই শিক্ষক দিবসে অভিনব উদ্যোগ শিলিগুড়ির নেতাজি বয়েজ প্রাইমারি স্কুলের। বৃহস্পতিবার ওই স্কুল পালন করা হল শিক্ষক দিবস। আনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয় প্রতেকটি শিশুর অভিভাবককে। ফুল, চন্দনে বরণ করে প্রত্যেক অভিভাবককে সম্মান জানানো হল এদিন। এছাড়াও খুদে পড়ুয়াদের জন্য

■ স্কুল প্রাঙ্গণে খুদে পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকরা।

বিশেষে মেনুর আয়োজন করেছিলেন শিক্ষকরা। প্রধান শিক্ষক কাঞ্চন দাস বলেন, প্রত্যেকটি ছেলে মেয়ের প্রথম গুরু তাঁর বাবা-মা। পরিবার হচ্ছে শিক্ষাকেন্দ্র। এখান থেকেই শিশুরা শেখে সামাজিক ও মূল্যবোধের শিক্ষা। পরে তারা আসে স্কুলে। তাই শিশুদের এই বিষয়টি আরও ভাল করে বুঝিয়ে দিতেই এমন উদ্যোগ। সম্মান জানানো হয় ওদের বাবা-মায়েদের। এই বিশেষ দিনটির জন্য ছিল ছোটদের পছন্দের খাবারের আয়োজনও।

উদ্ধার হওয়া মূর্তি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে দেবে প্রশাসন

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: ইতিহাসের সাক্ষী থাকা বহু মূল্যবান মূর্তি উদ্ধার প্রশাসনের উদ্যোগে। তিনদিন ধরে মূর্তিগুলি মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করেছে উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। এবার তুলে দেওয়া হবে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে। জানিয়েছেন তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী। ইটাহার, করণদিঘির বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার হওয়া মূর্তিগুলির মধ্যে রয়েছে বিষ্ণুমূর্তি, সূর্যমূর্তি, বরাহ অবতার বিষ্ণুমূর্তি, মহিষমর্দিনী, কীর্তিমুখ, ময়ূরের ওপর অধিষ্ঠিত নারীমূর্তি যেটি সম্ভবত সপ্তমাতৃকার একটি, জৈন ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

5 September, 2025 • Friday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শুক্রবার

আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের (ট্রাফিক) উদ্যোগে দুর্গাপুরে রামকৃষ্ণপল্লি বিবেকানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বসে আঁকা প্রতিযোগিতায় সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ বিষয়ে ছবি আঁকল শতাধিক ছাত্রছাত্রী

ছাত্রী-খুনে মনস্তাত্ত্বিক দিকটিও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা

সংবাদদাতা, কৃষ্ণনগর : গত সোমবার দিনদুপুরে নিজের প্রাক্তন প্রেমিকের হাতে খুন হন কৃষ্ণনগরের কলেজছাত্রী ঈশিতা মল্লিক। কাঁচড়াপাড়ার কেন্দ্রীয় স্কুলে একসঙ্গে পড়ার সময় ঈশিতা ও দেশরাজের সম্পর্কে নতুন

মোড় আসে, শুরু হয় প্রেমের সম্পর্ক। একসঙ্গে স্কুল করা, পড়াশোনা, ঘোরাঘুরি, পাবজি খেলা সবই চলছিল। কিন্তু দেশরাজের উগ্র স্বভাব ও মাদকে আসক্তির বাড়বাড়ন্তে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসে ঈশিতা। সমস্যার শুরু তখন থেকেই। কখনও হাত কেটে রক্তারক্তি করা, কখনও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভয় দেখানো। দুই টিন-এজারের ভালবাসার সম্পর্কের এরকম ভয়াবহ পরিণতি কেন? খুনের ঘটনায় পুলিশ এবার মনস্তাত্ত্বিক দিকটি খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে। তদন্তে উঠে এসেছে যে দোষী যুবক এবং ছাত্রী উভয়েরই শ্যুটিং গেম নিয়ে আসক্তি ছিল। ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডের এই শ্যুটিং গেম নিয়ে তাদের একটি গ্রুপও ছিল। তাই বাস্তবে বিচ্ছেদ আসতেই গুলি করে খুন করাটা দেশরাজের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। এই বিষয়ে আরও গভীরে তদন্ত করছেন পুলিশকর্তারা। তাঁদের মতে, ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে যুবসমাজ ডুবে আছে। ফলে তাদের মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে। জেলা পুলিশের এক কর্তা সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, কখনও সোশ্যাল মিডিয়ায় অস্ত্র, মাদক বা বেআইনি পোস্ট নজরে এলে তৎক্ষণাৎ পুলিশকে জানান। এই ছোট্ট পদক্ষেপ বড় বিপদ থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারে।

প্রয়াত অধ্যাপকের স্ত্রী-মেয়ে আত্মঘাতী

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমান শহরের লক্ষ্মীপুর মাঠ এলাকায় আরামবাগ কলেজের প্রাক্তন প্রয়াত অধ্যাপক স্বপন ভট্টাচার্যের বাড়ি থেকে উদ্ধার হল স্ত্রী ও মেয়ের পচাগলা দেহ। জানা গিয়েছে, অবসরের পর এক বছর আগে মারা যান স্বপনবাবু। এরপর তাঁর স্ত্রী শিখা ভট্টাচার্য (৫৬) ও মেয়ে তৃষা ভট্টাচার্য (৩০) বাড়িতেই থাকতেন। দেড় বছর আগে তৃষার বিয়ে হলেও মায়ের কাছেই থাকতেন। ৬-৭ দিন তাঁদের বাড়ির বাইরে দেখা যাচ্ছিল না। বুধবার রাতে এক প্রতিবেশী ডাকাডাকি করেও সাড়া না পেয়ে সন্দেহ হলে প্রতিবেশীদের জানান। খবর পেয়ে পুলিশ এসে দুজনের দেহ উদ্ধার করে। তাদের অনুমান, বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন দুজনে। পাওয়া যায় সুইসাইড নোটও।

পুলিশ দিবস উপলক্ষে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ট্রাফিক বিভাগ পথচলতি ৩০ বাইকচালককে হেলমেট বিলি করল। ছিলেন ডিসি ট্রাফিক ভিজি সতীশ পশুপতি-সহ অন্য পুলিশকর্তারা।

সমবায় ভোটে একজোট হয়ে মাঠে নেমেও গোহারা রাম-বাম, বড় জয় পেল তৃণমূল

সংবাদদাতা, ভগবানপুর : পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর ১ ব্লকের তিরাইপুর মনোহরপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে বৃহস্পতিবার বিপুল ভোটে জয়ী হল তৃণমূল। মাত্র একটি আসনে জয়ী হয়ে কোনওরকমে মুখরক্ষা করেছে রাম-বাম জোট। মনোনয়ন পর্বে মোট ৭টি আসনের একটিতে আগেই জয়ী হয়েছিল তৃণমূল। বৃহস্পতিবার বাকি ৬ আসনে নির্বাচন হলে ৫টিতেই জেতেন তৃণমূল প্রার্থীরা। ফলে এই সমবায়ে বোর্ড গড়তে চলেছে তৃণমূল। প্রায় চার বছর আগে বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে চলতি বছর নির্বাচন ঘোষণা হতেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে মাঠে নেমে পড়ে বিজেপি এবং সিপিএম। এটি মহম্মদপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত।

সমবায়ে জয়ের পর সবুজ আবির মেখে জয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ তৃণমূল প্রার্থী-কর্মীদের।

ভগবানপুর সেটিও তৃণমূলের হাতেই আছে। সমবায়ে একাই জিতে বাড়তি অক্সিজেন পেয়ে গেলেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরা। মোট ৪২১ ভোটারের মধ্যে ভোট পড়ে ৩৬৩। তৃণমূলের এই বিপুল জয়ের খবর ছড়িয়ে পড়তেই সবুজ আবির মেখে মিষ্টিমুখ করে বিজয়োল্লাসে মেতে দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা। জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানান ভগবানপুর ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপসুন্দর পণ্ডা, ব্লক তৃণমূল সভাপতি রবীনচন্দ্র মণ্ডল, যুব তৃণমূল সভাপতি সৌরভকান্তি বেরা, অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি শুভেন্দু কর-সহ অন্যরা। অরূপসুন্দর পণ্ডা বলেন, মানুষ যে তৃণমূলের পাশেই রয়েছেন তা ফের প্রমাণ হয়ে গেল।

চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতিতে প্রশিক্ষণ প্রশাসন কর্তাদের

ছেলেমেয়েদের চাকরির পরীক্ষায় প্রস্তুত হতে প্রশিক্ষণ চলছে।

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ভবিষ্যতে চাকরির পরীক্ষায় মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত করে তুলতে উদ্যোগ নিল ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ২ ব্লক প্রশাসন। পরীক্ষার্থীদের জন্য চালু করা হল বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এলাকার পড়ুয়াদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির প্রশিক্ষণ দেবেন বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকেরা। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্টাডি সেন্টারের উদ্বোধন করেন বিডিও নীলোৎপল চক্রবর্তী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শর্বরী অধিকারী ও পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ টিংকু পাল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ব্লকের আধিকারিকেরা দফতরের কাজের পাশাপাশি সপ্তাহে তিন দিন পরীক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেবেন। একই সঙ্গে একটি গ্রন্থাগারেরও উদ্বোধন করা হয়।

শিক্ষারত্ন ইতিহাসের অধ্যাপিকা তানভীর

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বৃহস্পতিবার কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে শিক্ষক দিবসে রাজ্যের একাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিক্ষারত্ন পুরস্কারে ভূষিত হন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপিকা ড. সৈয়দ তানভীর নাসরিন ও বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক

ড. অমিতাভ দাস। উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর হাত থেকে পুরস্কার পেয়ে খুশি তানভীর জানান, শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যের সর্বোচ্চ এই সম্মান তিনি বাবা-মায়ের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের উৎসর্গ করছেন। ২৭ বছর ধরে শিক্ষক হিসাবে যতটুকু দিতে পেরেছেন তা ছাত্রছাত্রীদের জন্যই। এই সম্মানে তাঁর দায়িত্ব,কর্তব্য আরও বেড়ে গেল।

উন্নয়নের নিরিখেই ভোট পাবে তৃণমূল, দাবি জুনের

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : এখন বিরোধীদের হেট স্পিচের যুগ চলছে! তবে এখনই ভোট হলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের নিরিখে মানুষ তৃণমূলকেই ভোট দেবেন লোকসভা ও বিধানসভা যে কোনও ভোটেই। এই দাবি মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়ার। তিনি বলেন, এক বেসরকারি সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্টে বলা হয়েছে বর্তমানে ভোট হলে তৃণমূল কংগ্রেস ৪২টির মধ্যে ৩১টি আসনে জয়ী হবে। পাশাপাশি তাঁর দাবি, লোকসভার সঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূলকেই বাংলার মানুষ ভোট দিয়ে জয়ী করবেন। বাংলায় বর্তমানে যেভাবে উন্নয়ন চলছে তাতে মানুষ অন্য কোনও বিকল্প শক্তির দিকে তাকিয়ে দেখবেন না। বিরোধীদের উদ্দেশ্যে মন্তব্য, বিরোধিতা করাই ওদের কাজ, ফলে বিরোধিতা করুন। কিন্তু মানুষ উন্নয়নের ছোঁয়া পাচ্ছেন, তাই তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই রয়েছেন। মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা যথেষ্ট। তাঁরা সচেতন, জানেন কোথায় কখন কাকে ভোটটা দিতে হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সাংসদ।

রাজ্যের প্রশিক্ষণে দক্ষ মহিলারা মাছের আঁশে গড়ছেন হস্তশিল্প

মৌসুমী হাইত • কেশপুর

শহর বা গ্রামীণ মাছবাজারে গেলে দেখা যায় ডাঁই হয়ে আছে কাটা মাছের আঁশ। মাছবিক্রেতারা মাছ কেটে বিক্রির পর তার আঁশ নর্দমায় ফেলে দেন। সেই আঁশ দিয়েই দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিলেন কেশপুর ব্লকের উত্তরপাড়ার মহিলারা। এলাকার বাসিন্দাদের কথায়, গ্রামের বেশ কিছু মহিলা আঁশ ব্যবহার করে নানা জিনিস তৈরি করে বিভিন্ন মেলায় বিক্রি করছেন। অর্থ উপার্জনও হচ্ছে। শিল্পীদের কথায়, প্রশাসনের উদ্যোগে মাছের আঁশ ব্যবহার করে নানা জিনিস তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়ে নানা জিনিস তৈরি শুরু হয়েছে। দুর্গার প্রতি মহিলাদের টানের কথা মাথায় রেখে এবার পুজোর আগে আঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে দুর্গাপ্রতিমা। এই বিষয়ে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট মিশন ডিরেক্টর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক (কৃষি) গোবিন্দ হালদার বলেন, সারা বছর ধরেই মহিলারা বিভিন্ন জিনিস তৈরি করেন। তাঁদের হাতের কাজ দেখে সকলেই মুগ্ধ। আগামী দিনে মহিলাদের আরও নানা সহযোগিতা করা হবে। জেলার একশো শতাংশ মহিলাকে স্বনির্ভর করে তোলাই প্রধান লক্ষ্য। জানা গিয়েছে, কেশপুরের উত্তরপাড়ার মহিলারা নিয়মিত বাজারে গিয়ে কাতলা মাছের আঁশ জোগাড় করছেন। সেগুলো বাড়িতে নিয়ে এসে পরিষ্কার করতে মিউরিক অ্যাসিড ও বড় পাত্রে সার্ফ ব্যবহার করে ধুয়ে ফেলা হচ্ছে। ভিজে আঁশ হালকা রোদে শুকিয়ে তা শিরিশ কাগজে ঘষে নেওয়ায় আরও মসৃণ হচ্ছে। এর পরে কাঁচির সাহায্যে সেই আঁশ কেটে নানা ধরনের জিনিস তৈরি করছেন মহিলারা। মাছের আঁশে তৈরি জিনিস দুশো থেকে পাঁচ হাজার টাকাতে বিক্রিও হচ্ছে। প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকার চায় জেলায় জেলায় মহিলাদের স্বনির্ভর করার পাশাপাশি হস্তশিল্পের বিকাশ ঘটাতে। জেলাসফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের স্বনির্ভর করার বার্তাও দিয়েছেন। সেইমতো মহিলাদের জন্য নানা ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে প্রশাসন। এর মধ্যে কেশপুরের মহিলাদের মাছের আঁশ ব্যবহার করে হস্তশিল্প তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আঁশশিল্পী কাবেরী ফৌজদার বলেন, মা দুর্গা আসছেন। তাই আঁশ দিয়ে দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করেছি। উচ্চতা দেড় ফুট মতো। মায়ের সাজসজ্জায় পুঁতি ব্যবহার করা হয়েছে।

দুর্গা গড়ে নজির কেশপুরের শিল্পীর

কাবেরী ফৌজদারের গড়া আঁশের দুর্গা।

১০
৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শুক্রবার

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

5 September, 2025 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

টাকাপয়সা কেড়ে চেলাকাঠ দিয়ে মেরে হাত ভাঙা হল পরিযায়ীর

■ হাসপাতালে ডাক্তার দেখানোর পর বাড়ি ফিরছেন টারজান শেখ।

বিজেপির ওড়িশায়

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাঙালি-নিগ্রহ চলছেই। এবার ওড়িশায় বাংলা বলার অপরাধে এক পরিযায়ী শ্রমিককে শুধু টাকা টাকাপয়সা কেড়ে নেওয়াই নয়, চেলাকাঠ দিয়ে বেধড়ক মেরে ভেঙে দেওয়া হয়েছে হাত। কোনওক্রমে দৌড়ে প্রাণে বাঁচলেন কাটোয়ার করজগ্রামের টারজান শেখ। ঘটনাস্থল ওড়িশার লক্ষ্মণদিঘি। আক্রান্ত শ্রমিক ট্রেনে চেপে রাতারাতি পালিয়ে আসেন। এখনও আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে তাঁকে। অত্যাচারের কথা বলতে বলতে কেঁপে উঠছেন। হাতে-পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা, গোটা শরীরে কালশিটের দাগ। টারজান বলেন, বাংলা বলার অপরাধে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হয় তাঁকে। গুরুতর জখম অবস্থায় দু'দিন কাটোয়া হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। বৃহস্পতিবার থানায় অভিযোগ জানান। টারজান জানিয়েছেন, ৩১ অগাস্ট সকালে সাইকেল নিয়ে বেরোতেই তাঁর কাছে আধার কার্ড দেখতে চেয়েই শুরু হয় মারধর। কাছে থাকা ছয় হাজার টাকাও কেড়ে নেওয়া হয়। টারজান বলেন, আর ভিনরাজ্যে কাজে যাব না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমিকদের পাশে আছেন। শ্রমশ্রী প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। যারা বাংলার শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার করছে তাদের যেন কঠোর শাস্তি হয়।

বাবা-মাকে গুলি করে নিজে আত্মহত্যার চেষ্টা এসআইয়ের

■ হাসপাতালে জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়।

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : অসুস্থ বাবা-মাকে গুলি করে খুন করার পর নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন সাব-ইন্সপেক্টর। নাম জয়দীপ চট্টোপাধ্যায় (৩২)। জানা গিয়েছে, অসুস্থ বাবা-মায়ের দায়িত্ব ও পুলিশের কঠিন চাকরি সামলাতে গিয়ে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন জয়দীপ। বৃহস্পতিবার ভোরে নিজের সার্ভিস রিভলভার থেকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি চালিয়ে খুন করলেন বাবা-মাকে। পরে নিজেকেও গুলি করে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন। ঝাড়গ্রামের ঘটনা। জয়দীপের আদি বাড়ি আসানসোলের বামুনপাড়ায়। ঝাড়গ্রাম শহরের রঘুনাথপুর গৌড়ীয় মঠের কাছে ভাড়া বাড়িতে বাবা দেবব্রত (অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী) ও মা শম্পা চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে থাকতেন। অবিবাহিত জয়দীপ জঙ্গলমহল ব্যাটালিয়নের সাব-ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন এবং অস্ত্রভাণ্ডারের দায়িত্বে ছিলেন। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, বাবা-মায়ের দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। ২-৪ সেপ্টেম্বর ছুটি নিয়ে বাড়িতে ছিলেন। সোমবার ভোরে বাবা-মাকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁদের। পরে নিজের থুতনির নিচে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও পরে এসএসকেএম-এ ভর্তি করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া সুইসাইড নোটে লেখা ছিল— 'বাবা-মায়ের অসুস্থতার জন্য মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছি। আমি মারা গেলে তাঁদের কে দেখবে? তাই তিনজন একসাথে মরে যাওয়া ভাল। মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।'

পুলিশকে বোমা আহত ৩ সিভিক

সংবাদদাতা, ফরাক্কা : দু'দল মত্ত যুবকের মধ্যে গন্ডগোল থামাতে গিয়ে বোমার আঘাতে গুরুতর জখম তিন পুলিশ কর্মী। বুধবার গভীর রাতে, মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থানার অর্জুনপুর-শিবনগর গ্রামে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার অমিতকুমার সাউ জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। বাকিদের সন্ধানে তল্লাশি চলছে। আহত পুলিশকর্মীর নাম সামাউল শেখ, আমিরুদ্দিন শেখ এবং রিপন শেখ। তিনজনই সিভিক পুলিশ পদে কর্মরত। ওঁদের হাতে এবং পায়ে বোমার টুকরো লেগেছে। বুধবার দুপুর থেকে শিবনগর গ্রামের কিছু যুবক স্থানীয় একটি বাগানে বসে মদ্যপানের সময় নিজেদের মধ্যে গোলমাল বাধে। গ্রামের লোকেরা আপাতভাবে মিটিয়ে দিলেও দুই ভাই বাবু এবং রফিকুল সন্ধে নাগাদ ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার পথে কয়েকজন বেধড়ক মারতে থাকে। ওরা পালিয়ে গেলেও রাতে একজনকে খুঁজে পেয়ে ফের মারধর চলে। ফরাক্কা থানার পুলিশ দ্রুত পৌঁছে আহত যুবককে উদ্ধার নিয়ে যেতে গেলে তাদের লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয়।

বর্ধমানে আদি-নব্য বিজেপির দ্বন্দ্ব

জেলা সভাপতির নামে পোস্টার!

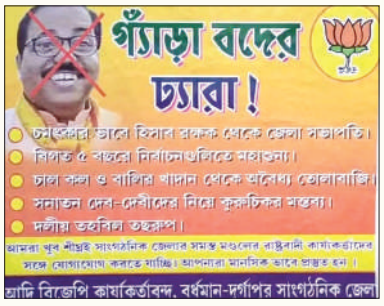

প্রতিবেদন : নব্য আর আদি বিজেপির সঙ্ঘাতে উত্তাল বর্ধমান। শহর জুড়ে পোস্টার পড়েছে বর্ধমান-দুর্গাপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ তা-এর বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার সকালে বর্ধমানের কার্জন গেট-সহ একাধিক জায়গায় পড়েছে পোস্টার। দীর্ঘদিন ধরেই অভিজিতের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলছেন আদি বিজেপির কর্মীরা। তার জেরেই পোস্টার মারা হয়েছে শহর জুড়ে। তাতে অভিজিতের ছবি দিয়ে লেখা, 'গ্যাঁড়া বদের ঢ্যারা', সঙ্গে বেশ কয়েক দফা অভিযোগ। অভিজিতের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। জেলা বিজেপির আদি নেতা কেশব কোনারের অভিযোগ, অনেকদিন ধরেই অভিজিৎকে সরানোর দাবি উঠছে। ওঁর জন্য জেলায় দলটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। অভিজিতের বিরুদ্ধে চালকল, বালিখাদান থেকে তোলাবাজি, সনাতন দেবদেবীদের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য, দলীয় তহবিল তছরুপ ইত্যাদি অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া তাঁর নেতৃত্বে গত নির্বাচনগুলিতে বর্ধমানে বিজেপির ফল খুব খারাপ। বিশেষত বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে ২০১৯-এ বিজেপির জেতা আসন ২০২৪-এ তৃণমূলের দখলে চলে গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই জেলা সভাপতির অপসারণের দাবিতে আদি বিজেপির একাংশ সরব।

হাসপাতালের আবাসনে আগুন

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : শোভাপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আবাসনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। বৃহস্পতিবার দুপুরে। শোভাপুরের এই আবাসনের একটি ফ্ল্যাটে হঠাৎ বিকট শব্দ হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায় ঘন ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে গোটা তলা। সেই ফ্ল্যাটের বাসিন্দা চিকিৎসক অনুরাগ ভাদুড়ি তখন হাসপাতালে ডিউটিতে। জানান, হাসপাতাল থেকেই শুনি আমার ফ্ল্যাটে আগুন লেগেছে। ছুটে এসে দেখি সব কিছুই ছাই হয়ে গিয়েছে। মূল্যবান নথি, আসবাবপত্র— কিছুই রইল না। মনে হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে দুর্গাপুর দমকল বিভাগের দুটি ইঞ্জিন দ্রুত পৌঁছে যায়। প্রায় ২৫ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। অভিযোগ, ওই আবাসনের সবক'টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের মেয়াদ অনেক আগেই পেরিয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন সেগুলো ভরা বা রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি। ফলে দমকল আসার আগে কিছুই করা সম্ভব হয়নি। প্রশ্ন উঠেছে, আবাসনের নিয়মিত অগ্নিনিরাপত্তা পরিদর্শন হয় কি না এবং মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে কতটা দায়িত্বশীল। স্থানীয়দের মতে, কোনওরকম নিয়ম মেনে ফায়ার সেফটি চেক করা হয় না। দুর্গাপুর দমকলের সাব-অফিসার পূর্ণেন্দু ভৌমিক বলেন,আমাদের বেশ কিছুক্ষণের প্রচেষ্টাই আগুন নিয়ন্ত্রণ এসেছে। আবাসনের সামনে জলের ব্যবস্থা না থাকায় কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। হতাহতের কোনও খবর নেই।

অজয়ের বুকে হচ্ছে পার্ক, ওয়াচ টাওয়ার

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : পাণ্ডবেশ্বরে অজয় নদের বক্ষে তৈরি হতে চলেছে অত্যাধুনিক পার্ক ও ওয়াচ টাওয়ার। তার কাজ কতটা এগিয়েছে দেখতে গেলেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এই পার্ক ও ওয়াচ টাওয়ার সম্পূর্ণ হলে পাণ্ডবেশ্বরের উন্নয়নের এক নতুন যুগের শুরু হবে। এই ওয়াচ টাওয়ার থেকেই দেখা যাবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। উন্নত পাণ্ডবেশ্বর, এগিয়ে পাণ্ডবেশ্বর— এই স্লোগানকে সামনে রেখে নরেন্দ্রনাথ এগিয়ে চলেছেন পাণ্ডবেশ্বরকে উন্নত থেকে উন্নততর পাণ্ডবেশ্বরের রূপ দিতে। পাণ্ডবেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতি, বিধায়ক তহবিল ও ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের আর্থিক সহযোগিতায় এই অত্যাধুনিক পার্কটি গড়ে উঠছে ধীরে ধীরে। আগামী দিনে পাণ্ডবেশ্বর এক প্রাকৃতিক নিদর্শন হয়ে

■ পার্কের জায়গা পরিদর্শনে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

দাঁড়াবে এই পার্ক। নরেন্দ্রনাথ বলেন, পাণ্ডবেশ্বরকে নতুন রূপ দেওয়াই আমার লক্ষ্য।

নয়ানজুলিতে গাড়ি, আহত দুই শিশু-সহ ৬

কোতুলপুর

সংবাদদাতা, কোতুলপুর : বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর ব্লকের বৈডাহা সংলগ্ন রাস্তায় পথদুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি ছোট গাড়ি। দুর্ঘটনায় আহত দুই শিশু-সহ ছয়জন। কোতুলপুরের গোগড়া থেকে ইন্দাসের দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি। ভিতরে ছিল দুই শিশু-সহ মোট ছয়জন। বৈডাঙা সংলগ্ন এলাকায় এসে আচমকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে নয়ানজুলিতে উল্টে যায় গাড়িটি। স্থানীয়দের দাবি, অতি দ্রুতগতিতে আসছিল গাড়িটি। রাস্তার পাশে তিন পাল্টি খেয়ে গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। কোতুলপুর থানার পুলিশ এবং স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত গাড়িতে থাকা আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে অন্যত্র রেফার করা হয়। কীভাবে দুর্ঘটনা, তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

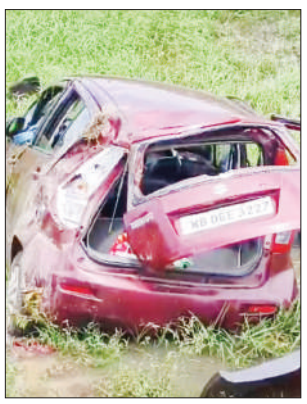

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঝাড়খণ্ডের পালামৌ জেলায় গভীর জঙ্গলে মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে প্রাণ হারালেন যৌথবাহিনীর দুই জওয়ান। গুরুতর জখম আরও একজন। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে মানাতুর কেদল গ্রামে

দিল্লি দরবার

সেসের নামে লুঠতরাজ

মোদি সরকারকে তীব্র আক্রমণ তৃণমূলের

প্রতিবেদন: জিএসটি স্ল্যাবের পরিবর্তনের কারণে রাজ্যের প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হবে। এই ক্ষতিপূরণ নিয়ে পুরোপুরি নীরব মোদি সরকার। একইরকমভাবে সরকার মুখে কুলুপ এঁটেছে রাজ্যগুলি থেকে সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ সেস নিয়েও। এই নিয়ে মোদি সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। রাজ্যসভার অধিবেশনে দেওয়া নিজের একটি পুরনো ভিডিও বৃহস্পতিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন ডেরেক। তিনি বলেছিলেন, সেসের নামে লুঠ করছে মোদি সরকার। সেস সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের ঘরে চলে যায়, রাজ্য সেসের কোনও ভাগ পায় না। ২০১১ সালে গ্রস ট্যাক্স রেভিনিউ-র ১০ শতাংশ ছিল সেস। এখন ২৬.৭ শতাংশ সেস পাচ্ছে কেন্দ্র। এই পরিসংখ্যানই প্রমাণ করছে রাজ্যগুলিকে কীভাবে বঞ্চনা করা হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ জিএসটি স্ল্যাবের পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান অংশ বিমা এবং স্বাস্থ্যবিমার উপর থেকে জিএসটি পুরোপুরি মকুবের সরকারি সিদ্ধান্তের পুরো কৃতিত্ব দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই। সারা দেশের মধ্যে সবার আগে এই ইস্যুতে সোচ্চার হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেকথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন সাগরিকা ঘোষ।

এই প্রসঙ্গেই রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের দাবি, মোদি সরকারের উচিত আগামী পাঁচ বছর ধরে দেশের সব রাজ্যের আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমের প্রশ্ন, বিহার বিধানসভা নির্বাচন না কিমি ট্রাম্পের শুল্কভয়, কেন মোদি সরকার জিএসটি স্ল্যাবের পরিবর্তন করল? লক্ষণীয়, তৃণমূলের লোকসভা সাংসদ দীপক অধিকারী (দেব) লোকসভায় প্রশ্ন তুলেছিলেন, জীবনবিমার প্রিমিয়ামের উপর থেকে জিএসটি কমানোর কোনও পরিকল্পনা কেন্দ্রের আছে কি? যদি থাকে তা জানানো হোক বিস্তারিতভাবে।

বিজেপির মধ্যপ্রদেশে অবাক কাণ্ড, নীরব অপদার্থ প্রশাসন

ধর্ষিতাকে পাঠানো হল ধর্ষকের বাড়িতেই, সেই সুযোগে ফের ধর্ষণ

প্রতিবেদন: এমন আজব কাণ্ড বোধহয় সম্ভব শুধুমাত্র বিজেপি রাজ্যেই। এক ধর্ষিতা কিশোরীকে উদ্ধার করে পাঠানো হল ধর্ষকের বাড়িতেই। আশ্রয়ের জন্য। সেই আশ্রয়ের ব্যবস্থা করল স্থানীয় শিশু কল্যাণ কমিটি। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সেই সুযোগে ওই কিশোরীকে আবার ধর্ষণ করল প্রথমবার ধর্ষণে অভিযুক্ত যুবকই। এমন অবাক করা ন্যক্কারজনক ঘটনাটি ঘটেছে বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে। গেরুয়া প্রশাসনের অপদার্থতায়। এত জায়গা থাকতে ধর্ষকের বাড়িতেই কেন নিযাতিতার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হল, সেই প্রশ্নে নিরুত্তর প্রশাসন। ঘনিয়েছে গভীর রহস্য। পাঠানো হয় জেলে। মধ্যপ্রদেশের পান্না এলাকার এই ঘটনায় স্তম্ভিত সভ্যসমাজ। নিজেদের অপদার্থতা ঢাকতে ধর্ষককে আবার গ্রেফতার করা হলেও শিশুকল্যাণ কমিটির চেয়ারম্যান, বেশ কয়েকজন প্রশাসনিক আধিকারিক-সহ জনা দশেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর করেই দায় সেরেছে গেরুয়া পুলিশ। স্বাভাবিকভাবেই বিজেপির প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে সাধারণ মানুষ। এই

লজ্জাজনক ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য প্রশাসন এবং শিশু কল্যাণ কমিটি সবরকমের চেষ্টা চালালেও সম্প্রতি গোটা ঘটনা বেআব্রু হয়ে যায়। পড়ে যায় হুলস্থুল।

ঠিক কী হয়েছিল ঘটনাটা? ঘটনার সূত্রপাত গত ১৬ জানুয়ারি। ছতরপুর থানা এলাকায় স্কুল থেকে ফেরার পথে নিখোঁজ হয়েছিল ওই কিশোরী। পরিবারের পক্ষ থেকে নিখোঁজ ডায়েরি করা হয় থানায়। একমাস পরে ১৭ ফেব্রুয়ারি ওই কিশোরীকে হরিয়ানার গুরগাঁওতে দেখা যায় অভিযুক্ত যুবকের সঙ্গে। কিশোরীকে অপহরণ এবং ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় ওই যুবককে। পাঠানো হয় জেলে। কিন্তু কিশোরীকে উদ্ধারের পর তাকে পান্না জেলার শিশুকল্যাণ কমিটির হাতে তুলে দেওয়ার পরেই শুরু রহস্যের। নিযাতিতাকে ধর্ষকের বাড়িতে তার বউদির কাছে পাঠিয়ে দেয় কমিটি। বেশ কিছুদিন পরে জেল থেকে জামিনে ছাড়া পেয়ে ফিরে আসে অভিযুক্ত। নিজের বাড়িতে ওই কিশোরীকে পেয়ে ফের তাকে ধর্ষণ করে ওই যুবক। কিন্তু শিশুকল্যাণ কমিটি কোনও নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করেই কেন অভিযুক্তের বাড়িতে আশ্রয়ের জন্য পাঠিয়ে দিল তার কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি প্রশাসন। বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য নিযাতিতাকে গত এপ্রিলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ওয়ান স্টপ সেন্টারে। কিন্তু কাউন্সেলিংয়ের সময়ই জানাজানি হয়ে যায় দ্বিতীয়বার ধর্ষণের ঘটনাটি। তারপরেও পুরো ঘটনা চেপে দিতে চেষ্টা করে প্রশাসন। অবশেষে চাপে পড়ে আবার গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় দু'বারের ধর্ষককে। মামলা দায়ের করা হয় যারা ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধেও।

জনসমর্থনের লোভে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পকে নির্লজ্জ নকল বিজেপির রাজস্থানে

প্রতিবেদন: ফের বাংলাকে নকল বিজেপির। আরও একবার বিজেপি শাসিত রাজস্থানে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্প নির্লজ্জভাবে নকল করল বিজেপি। বাংলার 'দিদিকে বলো' প্রকল্প হুবহু নকল করল রাজস্থানের গেরুয়া সরকার। এর আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পকে নাম বদলে বিজেপি ভোটমুখী রাজ্য দিল্লি, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশে নির্লজ্জভাবে নকল করে জয় পেয়েছে। এবার রাজস্থানে জনসংযোগ বাড়াতে গেরুয়া উপমুখ্যমন্ত্রী দিয়া কুমারী বুধবার একটি প্রকল্পের আওতায় টোল ফ্রি নম্বর চালু করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন। ঠিক বাংলার দিদিকে বলো'র অনুকরণে, যেখানে সাধারণ মানুষ সরাসরি ফোন করে নিজেদের অভিযোগ জানাতে পারবে। আমজনতা স্থানীয় এলাকার সমস্যা এই হেল্প নম্বরে জানালে দ্রত ব্যবস্থা নেবে সরকার। ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থাও নেওয়া হবে। রাজস্থানে বিজেপি সরকারের এই নতুন উদ্যোগ কার্যত জনসাধারণকে প্রশাসনের অংশ করার এক প্রচেষ্টা, যা পশ্চিমবঙ্গের 'দিদিকে বলো'র ধাঁচে গড়ে তুললেও মূলত পরিকাঠামো এবং উন্নয়নমূলক কাজের গুণগত মান নিয়ে সচেতনতা তৈরির দিকে জোর দেওয়া হচ্ছে।

বাংলার প্রকল্পকে অনুকরণ প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, হোয়াট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থিঙ্কস টুডে, ইন্ডিয়া থিঙ্কস ট্যুমরো। বিজেপি একদিকে বাংলার সমালোচনা করছে, অন্যদিকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিচ্ছে। বাংলা মেধা চর্চার কেন্দ্র। বাংলার উত্তরাধিকার বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর হাতে সুরক্ষিত বলে দাবি করেন তিনি।

একচ্ছত্র ক্ষমতা নয় রাজ্যপালকে

প্রতিবেদন: বিলের বিষয়ে রাজ্যপালের একচ্ছত্র ক্ষমতার তীব্র বিরোধিতা করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিবাল বুধবার সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করতে গিয়ে যুক্তি দেখান, কোনও বিলের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে রাজ্যপাল যদি একচ্ছত্র ক্ষমতা পান তবে রাজ্য আইনসভার কার্যকারিতা বিপন্ন হবে। এটা কিন্তু জনগণের ইচ্ছার পরিপন্থী। প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের বেঞ্চে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের এ-বিষয়ে সময় বেঁধে দেওয়ার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন কপিল সিবাল।

এক নজরে জিএসটি স্ল্যাব

কোন পণ্যে কী ছিল, কী হল

জিএসটি ৫% থেকে শূন্য
আল্ট্রা হাই টেম্পারেচার মিল্ক, ছানা ও পনির, পিৎজ়া, পাউরুটি

জিএসটি ১২% থেকে ৫%
ডেয়ারি প্রোডাক্ট: কনডেনসড মিল্ক, বাটার, ঘি, বাটার অয়েল, চিজ় এবং দুগ্ধজাত অন্যান্য সামগ্রী
ড্রাই ফ্রুটস: চিনাবাদাম, আমন্ড, পেস্তা, হ্যাজ়েলনাটস, পাইন নাটস
ফল: আনারস, অ্যাভোক্যাডো, পেয়ারা, আম, বিভিন্ন রকমের
লেবু মিষ্টি: সুগার কিউব, চটোলেট, কোকো বাটার, কোকো পাউডার, চিনিমিশ্রিত বিভিন্ন ফ্লেভার বেকারি ও প্যাকেজড ফুড: পাস্তা, নুডলস, শস্য থেকে তৈরি খাবার, প্রসেসড ফুড: ক্যানবন্দি বা ফ্রজ়েন সব্জি, জ্যাম, জেলি, সস, মেয়োনিজ়, আচার, স্ন্যাকস: ভুজিয়া, নিমকি, চানাচুর

জিএসটি ১৮% থেকে ৫%
মাজারিন, মল্ট, গ্লিসারল, ক্যারামেল, কর্নফ্লেক্স, কেক, বিস্কুট পেস্ট্রি, ওয়েফার্স, আইসক্রিম
নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য

জিএসটি ১৮% থেকে ৫%
ট্যালকম পাউডার ও ফেস পাউডার, চুলের তেল, শ্যাম্পু, সাবান, টুথপেস্ট, টুথব্রাশ, ডেন্টাল প্লেট ব্রাশ, শেভিং ক্রিম, শেভিং লোশন, আফটার শেভ লোশন

জিএসটি ১২% থেকে ৫%
মোমবাতি, দেশলাই, ফিডিং বোতল, কাট, লোহা ও স্টিলের তৈরি টেবিল ও রান্নাঘরের সরঞ্জাম, বিভিন্ন রকমের ছাতা, সেলাই করার সুচ, কেরোসিন বার্নার, কেরোসিন স্টোভ, চিরুনি, হেয়ারপিন, কার্লিন পিন, হেয়ার কালার্স জিএসটি শূন্য, ৩৩টি জীবনদায়ী ওষুধের নামিয়ে আনা হয়েছে।

জিএসটি ৪০%
কোল্ডড্রিঙ্কস, পানমশলা, গুটখা, সিগারেট, জর্দা, বিড়ি

আফগানিস্তানে ফের ভূমিকম্প

প্রতিবেদন: আফগানিস্তানে ফের দু'দফায় ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলে মাত্রা ছিল ৬.২। কেঁপে উঠেছে পাকিস্তানের একটা বড় অংশ। মৃদু কম্পন অনুভূত হয়েছে দিল্লি-এনসিআরেও। কিন্তু এখানে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। উল্লেখ্য, মাত্র কয়েকদিন আগেই আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১,৫০০-র বেশি মানুষ। মিশে গিয়েছিল ঘরবাড়ি।

ফের ধস হিমাচলে, দিল্লিতে ফুঁসছে যমুনা

প্রতিবেদন: আবার ধস হিমাচল প্রদেশে। একবার নয়, পরপর বেশ কয়েকবার ধস নামল কুলুতে। কুলুর আখড়া বাজার এলাকায় তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে বেশ কয়েকটি বাড়ি। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছেন অনেক বাসিন্দা।

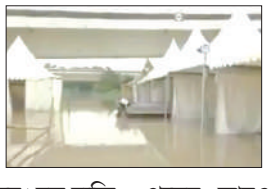

এখনও পর্যন্ত একজনের দেহ পাওয়া গিয়েছে। মৃত ব্যক্তি আদতে কাশ্মীরের বাসিন্দা। উদ্ধার করা হয়েছে ৪ জনকে। বুধবার থেকে বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগে গোটা রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১৫ জনের। মৃতের সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে। বৃষ্টি আর ধসের তাণ্ডবে হিমাচলে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৩৪১ জনের। ধসের ঘটনা ঘটেছে মোট ১২২টি। হড়পা বান এসেছে মোট ৯৫ বার, মেঘভাঙা বৃষ্টি ৪৫ বার। বৃহস্পতিবার আখাড়ার ঘনবসতি এলাকায় প্রথম ধস নামে কাকভোরে। গুঁড়িয়ে যায় ৩টি বাড়ি। তার নিচে চাপা পড়ে যান বাসিন্দারা। প্রথম ধসের কিছুক্ষণের মধ্যেই একই এলাকায় আবার দ্বিতীয়বার ধস। আটকে পড়েন আরও বেশ কিছু মানুষ। এদিকে দিল্লিতে বিপদসীমার উপর দিয়েই বইছে যমুনা। দিল্লি-এনসিআর জুড়ে প্লাবন আতঙ্ক। ইতিমধ্যে ময়ূরবিহারের কাছে নির্মিত আশ্রয় শিবিরটিও বন্যার জলে ভেসে গেছে। রেকর্ড অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা নাগাদ পুরনো রেলওয়ে ব্রিজের কাছে যমুনার জলস্তর ২০৭.৪৮ মিটার। আজও বাতিল অন্তত ৩৫টি লোকাল ট্রেন।

দেশ বিদেশ

5 September, 2025 • Friday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আন্তর্জাতিক ফ্যাশন জগতের একচ্ছত্র অধিপতি জর্জিও আরমানি প্রয়াত। ফ্যাশন দুনিয়ার কিংবদন্তি এই পোশাকশিল্পীর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর

অবৈধভাবে গাছ কাটাতেই বাড়ছে বন্যা ও ভূমিধস?

কেন্দ্রকে নোটিশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট

প্রতিবেদন: প্রবল দুর্যোগের কবলে পড়েছে উত্তর ভারত। লাগাতার বৃষ্টি, বন্যা ও ভূমিধসে বিপর্যস্ত জনজীবন। বাড়ছে মৃত্যু ও নিখোঁজের সংখ্যা। এই পরিস্থিতির সঙ্গে পরিবেশ ধ্বংস করার সম্পর্ক কতটা তা নিয়ে কেন্দ্রকে নোটিশ দিল দেশের শীর্ষ আদালত। এই প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট হিমাচল প্রদেশে বন্যার জলে ভেসে আসা বিপুল সংখ্যক কাঠ দেখে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আদালতের বক্তব্য, প্রাথমিকভাবে এই বিষয়টি পাহাড়ের উপরে অবৈধভাবে গাছ কাটার ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি বিনোদ চন্দ্রন সমন্বিত বেঞ্চ হিমালয় সন্নিহিত রাজ্যগুলিতে অভূতপূর্ব বন্যা এবং এর ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত ক্ষতির প্রেক্ষিতে একটি জনস্বার্থ মামলার (পিআইএল) শুনানিতে এই মন্তব্য করেছে। পরিবেশগত বিপর্যয় নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এনডিএমএ), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক, জলশক্তি মন্ত্রক, ভারতীয় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (এনএইচএআই) এবং হিমাচল, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব ও জম্মু ও কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কাছে নোটিশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। সকলকেই দুই সপ্তাহের মধ্যে উত্তর দিতে বলা হয়েছে। লাগাতার পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করার ঘটনার সঙ্গে বন্যা ও ভূমিধসের মতো বিপর্যয়ের সম্পর্ক কতটা তা খতিয়ে দেখতে চায় সুপ্রিম কোর্ট।

পঞ্চকুলার বাসিন্দা অনামিকা রানার করা আবেদনে ভবিষ্যতে দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং হিমালয় সংলগ্ন রাজ্যগুলির ভঙ্গুর পরিবেশ রক্ষার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা, এসআইটি তদন্ত এবং ভূতাত্ত্বিক ও পরিবেশগত তদন্তের আবেদন জানানো হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের বেঞ্চ জানায়, আমরা উত্তরাখণ্ড, হিমাচলপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবে অভূতপূর্ব ভূমিধস এবং বন্যা দেখেছি। সংবাদমাধ্যমে দেখা গিয়েছে, বন্যার জলে বিপুল সংখ্যক কাঠের লগ ভেসে বেড়াচ্ছিল। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে যে পাহাড়ের উপরে অবৈধভাবে গাছ কাটা হচ্ছে। শীর্ষ আদালতে উপস্থিত সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি গাভাই বলেন, এটি একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। সংবাদমাধ্যমে আমরা দেখেছি যে বন্যার জলে প্রচুর কাঠের লগ ভেসে বেড়াচ্ছে হিমাচল, উত্তরাখণ্ডে। শীর্ষ আদালতের প্রশ্নের মুখে মেহতা আদালতকে বলেন, আমি অবশ্যই পরিবেশ সচিবের সঙ্গে কথা বলব, যিনি সংশ্লিষ্ট মুখ্যসচিবদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। প্রধান বিচারপতি গাভাই বলেন, এই পরিস্থিতি বহাল থাকলে ভবিষ্যতে আমাদের আর কোনও বন থাকবে না। প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, উন্নয়ন প্রয়োজন, কিন্তু পরিবেশের সঙ্গে এর ভারসাম্য বজায় রাখা আমাদের কর্তব্য। সলিসিটর জেনারেল মেহতার স্বীকারোক্তি, আমরা এতদিন প্রকৃতির উপর এই পরিমাণ খবরদারি করেছি যে এখন প্রকৃতি তার প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।

আবেদনকারীর পক্ষে অ্যাডভোকেট আকাশ বশিষ্ঠ বেঞ্চকে জানান যে চণ্ডীগড় এবং মানালির মধ্যে ১৪টি দীর্ঘ টানেল রয়েছে। টানেলের কাছে যখনই ভূমিধস হয়, ভিতরে মৃত্যুর মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। সেখানে বাতাস থাকে না এবং সংবাদ প্রতিবেদন অনুসারে, একদিন ৩০০ জন মানুষ সেখানে আটকে পড়েছিল। কোনও উদ্ধার বা ত্রাণ অভিযান নেই। প্রধান বিচারপতি গাভাই বলেন, আমরা পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করছি।

ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের প্রেক্ষিতে নতুন হুমকি

নিষেধাজ্ঞা এখনও বাকি: ট্রাম্প

প্রতিবেদন: শুল্ক চাপানোর নতুন যুক্তি দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবার বলেছেন, তিনি এখনও ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞাগুলি কার্যকর করেননি। তাঁর হুমকি, ভারত যদি রাশিয়া থেকে তেল কেনা চালিয়ে যায় তবে তাদের 'বড় সমস্যা' হবে। এই মন্তব্যটি তিনি ওভাল অফিসে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে এক আলাপচারিতার সময় উল্লেখ করেন। এক পোলিশ সাংবাদিক ট্রাম্পকে প্রশ্ন করেছিলেন, কেন তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি ক্ষুব্ধ হলেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেননি? ভারতের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হয়েছে তাদের উপর, যারা রাশিয়ার জন্য শত শত বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে, আপনারা কি একে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়া বলবেন? ট্রাম্পের সংযোজন, আমি এখনও দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধাপের কাজ করিনি। দুই সপ্তাহ আগে আমি বলেছিলাম যে ভারত যদি রাশিয়া থেকে তেল কেনে, তবে ভারতের 'বড় সমস্যা' হবে, এবং সেটাই হচ্ছে। সাংবাদিকের প্রতি ট্রাম্পের তির্যক মন্তব্য, বলেন, যখন আপনি বলছেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, আমার মনে হয় আপনার একটি নতুন চাকরি খুঁজে নেওয়া উচিত।

এর আগে ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো বলেছিলেন, বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের নেতা হয়েও বিশ্বের দুই বৃহত্তম স্বৈরাচারী পুতিন এবং শি জিনপিংয়ের সঙ্গে একসঙ্গে থাকা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর জন্য লজ্জাজনক। আমি নিশ্চিত নই যে তিনি কী ভাবছেন, বিশেষ করে যেহেতু ভারত কয়েক দশক ধরে চিনের সঙ্গে একটি শীতল যুদ্ধ এবং কখনও কখনও একটি উষ্ণ যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে।

বেজিং থেকে কিমের মলমূত্র নিয়ে উঃ কোরিয়া ফিরলেন তাঁর রক্ষীরা

প্রতিবেদন: দেশের শীর্ষ শাসকের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার এক বিস্ময়কর নমুনা। আলাস্কার ছবির পুনরাবৃত্তি এবার দেখা গেল বেজিংয়ে। সম্প্রতি এসসিও বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জং উন। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে এক সারিতে দেখা যায় তাঁকে। পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করেন। এরপরই ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে এক আশ্চর্য দৃশ্য। কিমের ডিএনএ মুছে ফেলছেন তাঁর কর্মীরা। এমনকী বেজিং থেকে কিমের মলমূত্র সঙ্গে করে পিয়ংইয়ং ফিরেছেন তাঁরা।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া সেই ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, কিমের ব্যবহৃত চেয়ারের হাতল, তাঁর জল খাওয়ার কাচের গ্লাস সবই মুছে ফেলা হচ্ছে। এমনকী, অন্য যেসব আসবাবপত্রে কিমের স্পর্শ ছিল তা সবই মুছে দেওয়া হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য, উত্তর কোরিয়ার একনায়কের ডিএনএ-র নমুনা যেন চিনে থেকে না যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, রুশ প্রতিরক্ষা দফতর এবং চিনের নজরদারি এড়াতেই এই বিস্ময়কর পদক্ষেপ। ঘটনাচক্রে, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ক্ষেত্রেও এমন কাণ্ড করতে দেখা গিয়েছিল গত অগাস্টে আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের পর। বিশেষ ব্যাগে করে পুতিনের মল ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় মস্কোয়।

বিজেপির বাধার চক্রান্ত ব্যর্থ

(প্রথম পাতার পর)

দিকে দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী দিনে তৃণমূলের আরও বিধায়ক জিতে এসে ওখানে বসবেন। অন্য দলের লোকও বসবে কিন্তু বিজেপি থাকবে না। ওরা মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে। জনতা ধাক্কা দিয়ে বিজেপিকে জিরো করে দেবে।

সাসপেন্ড ৫ বিজেপি বিধায়ক : বৃহস্পতিবার রাজ্য বিধানসভা সাক্ষী থাকল একাধিক নজিরবিহীন ঘটনার। বিজেপি বিধায়করা এদিন বিধানসভার মান-মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন। নিজেদের কৃতকর্মের জন্য পাঁচ বিজেপি বিধায়ককে সাসপেন্ড করেছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তারা বেরোতে না চাওয়ায় মার্শাল ও বিধানসভার নিরাপত্তারক্ষীদের দিয়ে রীতিমতো চ্যাংদোলা করে বের করতে হয়েছে। আর বাইরে টিভি ক্যামেরার সামনে ফুটেজ খেতে সে কী অসুস্থতার নাটক! বিশেষ করে বিজেপির শঙ্কর ঘোষ আর মিহির গোস্বামী দীর্ঘ সময় ধরে অত্যন্ত কাঁচা অভিনয় করে গিয়েছেন। বাকিরাও কম যান না।

স্লোগান মুখ্যমন্ত্রীর : এদিন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে সব সামলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপির অসভ্যতার জবাব দিয়েছেন। বিজেপি বিধায়কদের অসভ্যতার জবাব দিতে তুমুল স্লোগান তোলেন তিনি। বিজেপি ভোট চোর, গদি চোর। বাকিরাও তাতে গলা মেলান। এদিন দফায় দফায় বক্তব্য রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কখনও বলেছেন, বিজেপি হঠাও দেশ বাঁচাও। আবার কখনও বলছেন, বিজেপি দেশের লজ্জা। ওরা আলোচনা চায় না। এরা বাংলা ভাষার উপর অত্যাচার করে, বাংলাবিরোধী। যাতে মানুষ আমাদের কথা শুনতে না পায়, সেজন্য এই অসভ্যতা করছে।

বাংলাবিরোধী বিজেপি : মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি অনেকক্ষণ ধরে শাসকদলের সদস্যদের শান্ত থাকতে বলেছি, কিন্তু মনে রাখবেন শান্তিরক্ষা দু'পক্ষের কাজ। আপনারা মাননীয় অধ্যক্ষের কথা শুনুন। আমি আমাদের বিধায়কদের শান্ত থাকতে বলেছি। শান্তি রাখা দু'পক্ষের দায়িত্ব। তিনি আরও বলেন, বিজেপি বাংলাবিরোধী ও অত্যাচারী দল। বাংলার মানুষ এদের কাউকে বিধানসভায় দেখতে চাইবে না। এরা ভারতের সবচেয়ে বড় বাংলা, হিন্দু, এসসি, এসটি, ওবিসি-বিরোধী। যিনি বড় বড় কথা বলছেন, তিনি চারবার দলবদল করেছেন।

গলা টিপলেও বাংলা বলব : আমার গলা টিপে দিলেও বাংলায় বলব। বাংলাকে অসম্মান করছেন কেন? চোরদের সম্রাট, লুটেরাদের দল! বাংলা ভাষাকে অপমান করার দল। মানুষ আপনাদের ক্ষমা করবে না। এরা বাংলা জানে না। বাংলার আন্দোলন জানে না। বাংলা জাতীয় সঙ্গীত তৈরি করেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এদের জন্ম হয়নি। এরা ইংরেজদের দালালি করেছিল। এরা বাংলার কিছু জানে না। আমাকে চুপ করিয়ে রাখা যাবে না। আমি বলবই। এরা এমন একটা পার্টি, যারা দেশের সবচেয়ে বড় ব্রোকার। দেশ বিক্রি করে দিচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতা ছড়াচ্ছে। মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ করছে। ইংরেজদের কাছে মুচলেকা দিয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

চূড়ান্ত অসভ্যতা : বিজেপির বিধানসভায় কাগজ ছোঁড়া দেখে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই যে কাগজ ছুঁড়ছেন বিধানসভায়, এটা অনৈতিক, আনপার্লামেন্টারি, আনডেমোক্র্যাটিক এবং অবৈধ। আমি বাংলা ভাষায় কথা বলি, মানুষ তা জানতে পারলে এদের মুখোশ খুলে যাবে। এমন একদিন আসবে বাংলার মানুষ একজন বিজেপিকেও এখানে দেখতে চাইবেন না। বাংলার উপর অত্যাচার করে, সবাই হারবে। বাংলার মানুষ ইঞ্চিতে-ইঞ্চিতে জবাব দেবে। বিজেপিকে জিরো করে দেব। জনতার ধাক্কা দিয়ে শূন্য করে দেব।

বিজেপির ষড়যন্ত্র : ভোট আসলেই ক্যা ক্যা, এনআরসি। টাকা-অস্ত্র নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে ভোটে জেতে বিজেপি। চোরের মায়ের বড় গলা। ভয় পেয়েছে, তাই বাংলা ভাষার ওপর অত্যাচার করছে।

একটা সময় বিজেপির অসভ্যতায় তুমুল হট্টগোল বাধে। বক্তব্য থামিয়ে দিতে হয়। তখন বিজেপির কটূক্তির প্রতিবাদ করেন তৃণমূলের বিধায়করা। এরপর ধৈর্য সহকারে পরিস্থিতি সামলান মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূল বিধায়কদের শান্ত রাখতে নিজে ওয়েলে নেমে আসেন। সবাইকে শান্ত থাকতে বলেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গতবছর মুক্তি পেয়েছিল পরিচালক তথাগত মুখোপাধ্যায়ের ছবি ‘পারিয়া’। আসতে চলেছে এই ছবির সিক্যুইল ‘পারিয়া ২’। পরিচালক এই ছবিকে ট্রিলজি হিসেবে রাখবেন ভেবেছেন। খুব শীঘ্রই শুরু হবে ছবির শ্যুটিং

সিনেস্কোপ

পুরুষশাসিত, সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার লড়াই করেছিলেন তিনি। এক সাধারণ আটপৌরে বাঙালি মেয়ে থেকে হয়েছিলেন জনপ্রিয় সঞ্চালিকা এবং রান্নার বইয়ের লেখিকা। সদ্য মুক্তি পেল আকাশবাণীর ‘মহিলা মহল’-খ্যাত সেই জিনিয়াস বেলা দে-র বায়োপিক ‘বেলা’। ছবির পরিচালক অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় চরিত্রে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। এ-ছবির স্বাদের ভাগ হবে না। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

বেলা

অল ইন্ডিয়া রেডিও, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, পঙ্কজকুমার মল্লিক, ইন্দিরাদেবী, লীলা মজুমদার, আশাপূর্ণা দেবী, নীলিমা সান্যাল, জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘শিশু মহল’, ‘মহিলা মহল’ আজও অনেক বাঙালির নস্টালজিয়া। ১নং গারস্টেন প্লেস-এ তখন চাঁদের হাট। আকাশবাণীর প্রথম অফিসের ঠিকানা। সেই চাঁদের হাটের মণিমুক্তোদের মধ্যে একটি মুক্তো ছিলেন সেই ‘মহিলা মহল’ খ্যাত সঞ্চালিকা বেলা দে। যাঁর জীবনসংগ্রামের সাক্ষী সেই স্বর্ণযুগ। তাঁকে জানতে পারেনি এই প্রজন্ম। আবার অনেকেই তাঁকে ভুলেও গেছেন। সাধারণ, আটপৌরে বাঙালি মেয়ে থেকে জনপ্রিয় সঞ্চালিকা এবং রান্নার বই-লেখিকা বেলা দে-র জীবনের বর্ণময় অধ্যায়ের সূচনা হয় আকাশবাণীতেই। সেই সময়ের তাঁর পরিচিতি, লোকপ্রিয়তা আজকে বসে কেউ অনুধাবন করতে পারবে না। তাঁর কণ্ঠস্বর, কথা বলার ধরনে মুগ্ধ ছিলেন শ্রোতারা। মহিলা মহলে তাঁর দেওয়া রেসিপির জন্যে বসে থাকতেন প্রতিটি বাড়ির মহিলা। দেশি-বিদেশি রান্নার রেসিপি, হারিয়ে যাওয়া রান্নার পুনরুদ্ধার, মেয়েদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা, আড্ডার আসরের জন্য মুখিয়ে থাকতেন মেয়েরা। সেই জিনিয়াস বেলা দে-র ব্যক্তিগত জীবন ছিল প্রতিকূলতায় ভরা তাও তিনি ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। তিনি শুধু নিজের জন্য লড়াই করেননি বাংলার মেয়েদেরও লড়তে শিখিয়েছিলেন। তাঁর সেই অজানা গল্প নিয়েই সদ্য বড়পর্দায় মুক্তি পেল পরিচালক অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের ছবি ‘বেলা’।

ব্রাহ্ম গালর্সের ছাত্রী কিশোরী বেলার সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে হয়েছিল। রায়বাহাদুর হেমচন্দ্র দে-র পুত্র ধীরেনের সঙ্গে। ধীরেন তখন ডাক্তারি পড়তে বিলেত যাবেন। বাবার কথায় বিয়ে পিঁড়িতে বসলেন। যদিও বেলার মা একেবারেই চাননি এত ছোট বয়সে পড়াশুনোর আগেই বিয়ে হোক তাঁর। কিন্তু বিধিবাম। বিয়েটা হলই। ঠিক হল ধীরেন চলে যাবে লন্ডন আর ম্যাট্রিক দিয়ে বেলাও চলে যাবে স্বামীর কাছে। কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণ হল না কোনওদিনই। প্রথম প্রথম যোগাযোগ রাখলেও একটু একটু করে যোগাযোগ বন্ধ করে দিলেন ধীরেন। এর মধ্যেই বাজল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা। ঠিক সেইসময় চলে গেলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও। রবি ঠাকুরই যে ছিলেন বেলার একমাত্র মনের আশ্রয়। স্বামীর সঙ্গে চিঠিপত্র লেনদেন ততদিনে সব বন্ধ। তখন বেলা লন্ডনে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। সে-যুগে লন্ডন যেতে সময় লাগত প্রায় একমাস। সেখানে গিয়ে বুঝলেন দেরি হয়ে গেছে অনেকটা। স্বামী ডাঃ ধীরেন দে ততদিনে দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। এখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জার্নি শুরু বেলার। সেই মুহূর্তে ফিরে গেলেন না দেশে। বাবার পরিচিত মিসেস আরভিনের কাছে পেলেন আশ্রয়। তাঁর কাছেই বিদেশের নানান রান্নার জ্ঞান অর্জন করলেন বেলা। মিসেস আরভিন তাঁকে পরিচয় করালেন হোম সায়েন্সের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে। দেশে ফেরার আগে তিনি বেলাকে উপহার দিলেন তাঁর বড় সাধের রান্নার ডায়েরিটি। মায়ের কাছেই বাঙালি রান্নায় হাতেখড়ি হয়েছিল বেলার। ছোট্ট থেকে রেডিও ছিল বেলা সবচেয়ে পছন্দের। একদিন সেই অল ইন্ডিয়া রেডিওই তাঁর ঠিকানা হল। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ছিলেন বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বাড়িতে নিত্য-আনাগোনা। তিনিই একদিন তাঁকে নিয়ে এলেন আকাশবাণীতে। মনের সুপ্ত থাকা বহুদিনের ইচ্ছে পূরণ হল। সেই সময় ‘মহিলা মহল’ করতেন রেখা মেনন। একটা সময় রেখা মেননের দায়িত্ব চলে আসে বেলার কাঁধে। তখন দেশ স্বাধীন হওয়ার মধ্যরাতের জহরলাল নেহেরুর ভাষণের পরম মুহূর্তের সাক্ষীও থেকেছেন বেলা। কিন্তু রেডিওতে কাজ করতে গেলে যে দিন-রাতের হিসেব থাকলে চলবে না! এদিকে সমাজ কী বলবে? দাদারা চাইলেন না বেলা চাকরি করুক। নিজের সঙ্গে আপস করেননি বেলা। হারিয়ে যেতে চাননি কালের অতলে। বাবা, দাদার অনুমতি নিয়ে একদিন ঘর ছাড়লেন তিনি। এরপর আকাশবাণীই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান-জীবন। আজ থেকে সত্তর-আশি বছর, আগে মেয়েদের মধ্যে রান্না নিয়ে কিছু করে দেখানোর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলছিলেন বেলা দে। এখন যাঁকে আমরা ফুড ব্লগিং বলি সেটাই শুরু করেছিলেন উনি। দেশভাগের পর আসা লক্ষ লক্ষ শরণার্থী পরিবার বিশেষ করে সেই পরিবারের মহিলাদের পথের দিশা দেখিয়েছিলেন বেলা।

এ ছবি দেখতে বসে আবেগতাড়িত হবেনই দর্শক। সেই হারিয়ে যাওয়া অনেক পুরনোকে ফিরে পাবেন তাঁরা। ছবির শুরুতে গল্প মীরের আসরে। মীর এবং জগন্নাথ বসুর কথকতায় শুরু হয়েছে বাঙালির ভুলে যাওয়া সেই নারীর গল্প। কিশোরীবেলার চরিত্রে শ্রীভট্টাচার্যকে মনে থেকে যাবে সবার সঙ্গে তাঁর কিশোর স্বামী ধীরেন দে-কেও মনে থাকবে (অভিনেতা আরয়ুন ঘোষ)। এই জুটিটা যেমন মিষ্টি তেমন তাঁদের সাবলীল অভিনয়। বড়বেলার বেলা অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত যিনি এ-ছবির মেরুদণ্ড। ঋতুপর্ণার সম্পর্কে যতটা বলব ততটাই কম বলা হবে। তাঁর অভিনয় দর্শকদের চোখের কোণে জল আনবেই আনবে। এই ছবির অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলেন নীলিমা সান্যাল। যিনি ছিলেন সেই সময় দিল্লি অল ইন্ডিয়া রেডিওর বিখ্যাত সংবাদপাঠিকা। নীলিমা সান্যাল কলকাতায় থাকাকালীন ছিলেন বেলা দে-র খুব কাছের বন্ধু। সেই চরিত্রে অভিনয় করেছেন বাসবদত্তা। নির্মল ভট্টাচার্যর চরিত্রে সৌরভ চক্রবর্তী ঋতুপর্ণার পাশে বেশ বলিষ্ঠ। খুব ভাল লেগেছে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চরিত্রে দেবপ্রতিম দাশগুপ্তকে। এছাড়া ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, পদ্মনাভ দাশগুপ্ত, মধুজা বন্দ্যোপাধ্যায়, বুলবুলি পাঁজা— প্রত্যেকেই ভীষণভাবেই যথাযথ। যার কথা না বললে বাদ থেকে যাবে সেই পরিচালক অনিলাভ চট্টোপাধ্যায় ডেবিউ ছবিতেই গড়লেন মাইলস্টোন। কারণ এ-এক ভিন্ন স্বাদের ছবি— যে-স্বাদের ভাগ হবে না। এই ছবির সঙ্গে অন্য বাণিজ্যিক ছবির তুলনা একেবারেই চলে না। খুব ডিটেলিং রেখেছেন ছবিতে। অনেক পড়াশুনো করেছেন, ভেবেছেন এবং গোটা টিম খুব পরিশ্রম করে কালাতীত একটা বিষয়কে সহজ, স্বাভাবিক ছন্দে তুলে ধরেছেন। ছবির গানগুলো শ্রুতিমধুর। সঙ্গীত পরিচালক রণজয় ভট্টাচার্য এবং অমিত চট্টোপাধ্যায়। গান গেয়েছেন অরিজিৎ সিং, সোমলতা আচার্য চৌধুরী, ঈপ্সিতা মুখোপাধ্যায়। দর্শক-টানার রেটিং কী হবে জানা নেই তবে, মানুষের মন-টানা রেটিং বেশি হবেই এই ছবির।

‘মহিলা মহল’খ্যাত বেলা দে, আঙুরবালা দেবী ও ‘শিশু মহল’-এর ইন্দিরা দেবী

শুক্রবার থাইল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে মেয়েদের হকি এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করবে ভারত

এবার বোর্ড সভাপতি? শচীনকে ঘিরে গুঞ্জন

মুম্বই, ৪ সেপ্টেম্বর : সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পর ফের কোনও মহাতারকা বোর্ড সভাপতির চেয়ারে বসতে চলেছেন। এমনই এক জল্পনা ছড়িয়ে পড়েছে ক্রিকেটমহলে। খেলোয়াড় জীবনে এই তারকা শুধু একগুচ্ছ রেকর্ড গড়েননি, ক্রিকেট ঈশ্বরের আসনেও তাঁকে বসানো হয়েছে। শচীন তেন্ডুলকর সত্যিই রজার বিনির চেয়ারে বসছেন কি না সেই নিশ্চয়তা অবশ্য কোথাও নেই। কেউ একটি শব্দও বলেনি। কিন্তু জল্পনা চলছে।

৭০ বছর বয়স হয়ে যাওয়ায় এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন বিশ্বকাপ জয়ী প্রাক্তন অলরাউন্ডার রজার বিনি। সেপ্টেম্বরের শেষে বোর্ড নির্বাচন। লোধা আইনে ৭০-এর পর আর অফিস বেয়ারার হিসাবে থাকা যায় না। বোর্ড সভাপতি, সহ সভাপতি, সচিব ও কোষাধ্যক্ষ এই বিধিনিষেধের মধ্যে পড়েন। বিনির পর কোনও হেভিওয়েট কাউকে সভাপতির চেয়ারে বসানোর প্রয়াস চলছে। ক্রিকেট কিংবদন্তির নাম সেই হিসেবেই এসেছে।

ইংল্যান্ডে গত টেস্ট সিরিজের সময় এই ভাবনার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল বলে খবর। শচীন তখন ইংল্যান্ডে ছিলেন। তাঁর ও অ্যান্ডারসনের নামে ছিল ট্রফি। তাঁকে নাকি সেখানেই এই অনুরোধ করা হয়েছিল। তবে তিনি প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন কি না সেটা জানা যায়নি। এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে লিটল মাস্টারের একগুচ্ছ এনডোর্সমেন্ট। অনেক বিজ্ঞাপনেই দেখা যায় তাঁকে। বোর্ড সভাপতি হলে সেসব ছেড়ে আসতে হবে।

গত জুলাইয়ে বিনির ৭০ বছর হয়ে যাওয়ার পর অর্ন্তবর্তী সভাপতি হিসাবে কাজ চালাচ্ছিলেন রাজীব শুক্লা। শোনা যাচ্ছিল তিনিই পরবর্তী বোর্ড সভাপতি হতে চলেছেন। কিন্তু সৌরভের পর বিনি এবং তারপর ফের কোনও ক্রিকেটারকে গুরুদায়িত্ব দেওয়ার ট্র্যাডিশন বাস্তবায়িত হলে শুক্লার আর সভাপতি হওয়ার সুযোগ নেই। তিনি যদি সহ-সভাপতি পদে ফিরতে চান ভাল, নাহলে আইপিএল চেয়ারম্যান হওয়ার সুযোগ থাকছে। বর্তমান চেয়ারম্যান অরুণ ধুমলের ছ'বছর হয়ে যাওয়ায় তাঁকে হয়তো কুলিং অফ পিরিয়ডে যেতে হবে। এছাড়া সচিব হিসাবে দেবজিৎ সাইকিয়ার দায়িত্বে থেকে যাওয়ার ব্যাপারটা পাকাই।

আক্ষেপ নিয়েই বিদায় অমিতের

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর : ৪২ বছর বয়সে ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন লেগ স্পিনার অমিত মিশ্র। তিন ফরম্যাটে জাতীয় দলের হয়ে খেলার পাশাপাশি আইপিএলে হ্যাটট্রিক হিরো হয়ে উঠেছিলেন। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে তিনটি হ্যাটট্রিক রয়েছে তাঁর। বৃহস্পতিবার এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে অমিতের আক্ষেপ, ভারতের হয়ে ওয়ান ডে-তে অভিষেকের পর পাঁচ বছর সময় লেগেছিল ভারতীয় দলে কামব্যাক করতে। ভিতরের আগুনটা ছিল বলেই এতদিন খেলে গিয়েছেন। ক্রমাগত চোট আঘাত ভুগিয়েছে তাঁকে। তাছাড়া জাতীয় দলে অনিল কুম্বলে ও হরভজন সিংয়ের মতো দুই তারকা স্পিনারের সেরা সময়ে জায়গাও বরাদ্দ ছিল না অমিতের জন্য। ২২টি টেস্ট, ৩৬টি ওয়ান ডে এবং ১০টি টি-২০ আন্তর্জাতিক ম্যাচে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন হরিয়ানার এই লেগ স্পিনার। তিন ফরম্যাটে অমিতের উইকেট সংখ্যা যথাক্রমে ৭৬, ৬৪ এবং ১৬। ২০১৪ সালে টি-২০ বিশ্বকাপে ১০ উইকেট নিয়েছিলেন। আইপিএলে তিনটি হ্যাটট্রিক-সহ ১৭৪ উইকেট রয়েছে অমিতের। ২০১৭ সালে দেশের জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলেন। অমিত বলেছেন, ভারতীয় দলে অভিষেকের পর পাঁচ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে পারিনি। যদি ৩-৪ বছর আগে কামব্যাক করতাম তাহলে দেশের হয়ে আরও কিছু ম্যাচ খেলতে পারতাম।

পিছিয়ে পড়েও চার গোলে জয় ভারতের

রাজগির, ৪ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপ হকিতে ফের জয়ের সরণিতে ভারত। সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে ড্র করে কিছুটা চাপে পড়ে গিয়েছিল ভারত। বৃহস্পতিবার মালয়েশিয়াকে ৪-১ গোলে হারিয়ে সেই চাপ কাটালেন হরমনপ্রীত সিংরা। দেশের জার্সিতে এটি ছিল হরমনপ্রীতের ২৫০তম ম্যাচ। অধিনায়ককে দারুণ জয় উপহার দিলেন সতীর্থরা।

এদিনের জয়ের পর ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট ভারতের। এদিকে, সুপার ফোরের অন্য ম্যাচে চিন ৩-০ গোলে হারিয়েছে কোরিয়াকে। ফলে ফাইনালে ওঠার দৌড় থেকে ছিটকে গেল কোরিয়া। শনিবার ভারতের পরের ম্যাচ চিনের বিরুদ্ধে। ২ ম্যাচে চিনের পয়েন্ট ৩। চিনকে হারালেই ফাইনালের টিকিট পেয়ে যাবেন হরমনপ্রীতরা। অন্যদিকে, ২ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট পাওয়া মালয়েশিয়া শেষ ম্যাচ খেলবে কোরিয়ার বিরুদ্ধে।

এদিন খেলা শুরু হওয়ার দু'মিনিটের মধ্যে পিছিয়ে পড়েছিলেন হরমনপ্রীতরা। ভারতীয় রক্ষণকে বোকা বানিয়ে গোল করে যান মালয়েশিয়ার শফিক হাসান। তবে দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুরু থেকেই গোলের জন্য ঝাঁপিয়েছিল ভারত। পরপর দু'টি পেনাল্টি কর্নার নষ্ট করার পর, ১৭ মিনিটে তৃতীয় পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে ১-১ করে দেন মনপ্রীত সিং। দু'মিনিটের মধ্যেই ২-১ করেন সুখজিৎ সিং। এগিয়ে যাওয়ার পরেও আক্রমণের তীব্রতা বজায় রেখেছিলেন ভারতীয়রা। ২৪ মিনিটে অসাধারণ গোল করে দলকে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন শিলানন্দ লাকড়া।

আরও একটি গোল। উচ্ছ্বাস ভারতীয়দের।

তৃতীয় কোয়ার্টার শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিবেক প্রসাদের গোলে ৪-১ করে ফেলেছিল ভারত। পেনাল্টি কর্নার থেকে যুগরাজের জোরালো হিট পোস্টে লেগে ফিরে এসেছিল। সেই বল ধরে পাস বাড়ান মনপ্রীত। গোল করতে কোনও ভুল করেননি বিবেক। এর পরেও জয়ের ব্যবধান আরও বাড়ানোর সুযোগ এসেছিল ভারতীয়দের সামনে। কিন্তু সুযোগ নষ্ট করায়, সেটা হয়নি।

চারে সিনার, বিদায় ইগার

নিউ ইয়র্ক, ৪ সেপ্টেম্বর : ইউএস ওপেনে অঘটন! মেয়েদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে গেলেন দ্বিতীয় বাছাই ইগা সুইয়াটেক। তাঁকে হারিয়ে বড় চমক দিয়েছেন অষ্টম বাছাই আমেরিকার আমান্ডা আনিসিমোভা। তবে পুরুষদের শীর্ষ বাছাই জানিক সিনার প্রত্যাশামতোই সেমিফাইনালে উঠেছেন। মেয়েদের বিভাগের শেষ চারে পৌঁছে নাওমি ওসাকার স্বপ্নের দৌড়ও অব্যাহত।

সেমিফাইনালে ওঠার পর সিনার।

ইগার বিদায় এবারের ইউএস ওপেনের অন্যতম সেরা অঘটন। কিছুদিন আগেই উইম্বলডন ফাইনালে আনিসিমোভাকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ইগা। এদিন ৬-৪, ৬-৩ স্ট্রেট সেটে ইগাকে হারিয়ে উইম্বলডনের হারের মধুর বদলা নিলেন আনিসিমোভা। অপ্রত্যাশিত হারের পর, মেজাজ ধরে রাখতে পারেননি ইগা। সাংবাদিক বৈঠকে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, টানা খেলার সুবাদে তাঁর কি মানসিক বিরতির প্রয়োজন? জবাবে ক্রুদ্ধ ইগা বলেন, যাঁরা সূচি তৈরি করেছেন, প্রশ্নটা তাঁদের করুন। আমার তো মনে হচ্ছে, আপনারই মানসিক বিরতি প্রয়োজন।

এদিকে, দীর্ঘ পাঁচ বছর পর কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনাল খেলবেন ওসাকা। কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি ৬-৪, ৭-৬ (৭/৩) স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন একাদশ বাছাই চেক প্রজাতন্ত্রের ক্যারোলিনা মুচোভাকে। এবার শেষ চারে ওসাকার প্রতিপক্ষ আসিনিমোভা। অন্যদিকে, টানা দ্বিতীয়বার ইউএস ওপেন খেতাব জয়ের পথে মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছেন সিনার। কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি ৬-১, ৬-৪, ৬-২ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন ডেভিস কাপ সতীর্থ লোরেঞ্জো মুসেত্তিকে। গোটা ম্যাচেই আধিপত্য বজায় রেখেছেন সিনার। প্রথম সেটেই ৫-০ গেমে এগিয়ে যান তিনি। শেষ পর্যন্ত মাত্র ২৭ মিনিটে প্রথম সেট পকেটে পুরে নেন সিনার। পরের দুটো সেটেও সিনারের আগ্রাসী টেনিসের কোনও জবাব ছিল না মুসেত্তির কাছে।

সেমিফাইনালে উঠলেন ভামরি

নিউ ইয়র্ক, ৪ সেপ্টেম্বর : ইউএস ওপেনে ভারতের যুকি ভামরির স্বপ্নের ফর্ম অব্যাহত। পুরুষদের ডাবলসের সেমিফাইনালে উঠেছেন যুকি এবং তাঁর নিউজিল্যান্ডের জুটি মাইকেল ভেনাস।

এই প্রথমবার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের শেষ চারে খেলবেন যুকি। কোয়ার্টার ফাইনালে যুকি ও ভেনাস ৬-৩, ৬-৭ (৮), ৬-৩ সেটে হারিয়েছেন একাদশ বাছাই রাজীব রাম ও নিকোলা মেটকিচকে। প্রথম সেট যুকিরা সহজে জিতলেও, টাইব্রেকারে দ্বিতীয় সেট জিতে ম্যাচে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন রাজীব ও মেটকিচ। যদিও নির্ণায়ক তৃতীয় সেটে দুরন্ত খেলে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন যুকিরা।

প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যাম সেমিফাইনালে উঠে খুশি যুকি। ভারতীয় তারকা বলেছেন, প্রত্যেক টেনিস খেলোয়াড়ের স্বপ্ন থাকে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার। আমিও এর ব্যতিক্রম নই। ছোটবেলা থেকেই টিভিতে টেনিসের গ্রেটদের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে দেখেছি। আমার আদর্শ পিট সাম্প্রাস এবং আন্দ্রে আগাসি। ওদের উইম্বলডন ও ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন হতে দেখেই পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় হব, এটা ঠিক করে ফেলেছিলাম।

নেইমার : ব্যাখ্যা আনচেলোত্তির

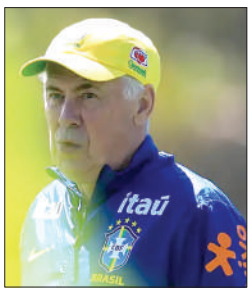

রিও দি জেনেইরো, ৪ সেপ্টেম্বর : ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে শেষ দুই ম্যাচের জন্য ব্রাজিল দলে জায়গা হয়নি নেইমার জুনিয়রের। তারকা ফুটবলারের চোটের আশঙ্কা করা হলেও নেইমার দিন কয়েক আগে স্পষ্ট করে দেন, তাঁর কোনও চোট নেই। টেকনিক্যাল কারণেই চিলি ও বলিভিয়া ম্যাচের জন্য জাতীয় দলে নেই তিনি। এবার কোচ কার্লোস আনচেলোত্তিও জাতীয় দলে নেইমারের না থাকার ব্যাখ্যা দিলেন। তিনিও জানালেন, ফিটনেস সমস্যা নয়, টেকনিক্যাল কারণেই নেইমার দলে নেই।

চিলি ম্যাচের আগে ব্রাজিল কোচ আনচেলোত্তি বলেছেন, নেইমারকে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শেষ দুই ম্যাচের স্কোয়াডে না রাখার পিছনে অনেকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করেছে। তবে ফিটনেস ইস্যু নয়, এটা পুরোপুরি টেকনিক্যাল সিদ্ধান্ত।

জাতীয় দলের হয়ে নেইমার শেষ ম্যাচ খেলেছেন প্রায় দু'বছর আগে ১৮ অক্টোবর, ২০২৩-এ। এরপর চোট আঘাতের কারণেই আর ফিরতে পারেননি। ক্লাব বদলে ছন্দে ফেরার মধ্যেই ফের চোট পান। কিন্তু সেই চোট গুরুতর ছিল না। বরং ব্রাজিলের নতুন কোচ আনচেলোত্তি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শেষ দুই ম্যাচে আরও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিতে যেতে চেয়েছেন। আনচেলোত্তি বলেন, নেইমারের দক্ষতা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে না। দলে জায়গা পাওয়ার মাপকাঠি যে ফিটনেস, সেটা সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একা নেইমারের জন্য নয়। তবে এক্ষেত্রে বিষয়টি পুরোপুরি টেকনিক্যাল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আইপিএলের দেরি আছে। তবে গুজরাট টাইটান্স ক্যামেরন গ্রিনকে নিতে পারে বলে জল্পনা

মাঠে ময়দানে

5 September, 2025 • Friday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শুক্রবার

ড্র করেও প্লে-অফে ভারত

আফগানিস্তান ০ — ভারত ০
ইরান ২ — তাজিকিস্তান ২

প্রতিবেদন : কাফা নেশনস কাপে গ্রুপের শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল ভারত। তবে ড্র করেও টুর্নামেন্টের প্লে-অফে পৌঁছল খালিদ জামিলের দল। ফিফা ক্রমতালিকায় ২০ নম্বরে থাকা শক্তিশালী ইরানের বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস লড়াই করে ভারতের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছিল তাজিকিস্তান। ০-২ পিছিয়ে পড়েও দ্বিতীয়ার্ধে ২-২ করে ফেলেছিল তাজিকরা। কিন্তু ইরানকে হারিয়ে অঘটন ঘটাতে পারেনি তারা। ফলে তাজিকিস্তানকে প্রথম ম্যাচে হারানোয় হেড-টু-হেডে এগিয়ে থেকে 'বি' গ্রুপের রানার্স হয়ে তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক প্লে-অফে খেলবে ভারত। ঘরের মাঠে বিদায় নিল তাজিকিস্তান। গ্রুপে ৩ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় ভারত। সমসংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় তাজিকরা। ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ সেরা হয়ে ফাইনালে উঠল ইরান। ৮ সেপ্টেম্বর তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে ভারতের প্রতিপক্ষ ওমান অথবা উজবেকিস্তান। শুক্রবার 'এ' গ্রুপের শেষ ম্যাচের পর জানা যাবে প্রতিপক্ষ। একইভাবে জানা যাবে ফাইনালে ইরানের প্রতিপক্ষও।

রক্ষণে বড় ভরসা সন্দেশ ঝিঙ্গান চোটে ছিটকে যাওয়ায় এদিন সতর্ক থেকে শুরু করেছিল ব্লু টাইগার্স। রক্ষণ সামলে প্রতিআক্রমণের রণনীতি নিয়েছিলেন কোচ খালিদ। কিন্তু ইরফান, আশিক কুরুনিয়নদের খেলায় কোনও দিশা ছিল না। গোলের সুযোগও সেভাবে তৈরি হয়নি। যেটুকু সুযোগ আসে তা নষ্ট করেন খালিদের ছেলেরা। তাজিকিস্তান ও ইরানের বিরুদ্ধে যে লড়াইটা দেখা গিয়েছিল, সেটা এদিন ভারতের খেলায় দেখা যায়নি। গোলে গুরপ্রীত সিং সান্ধুর বিশ্বস্ত হাত ও রক্ষণে আনোয়ার আলির দুরন্ত লড়াইয়ে ভারত এক পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে সক্ষম হয়। ম্যাচের সেরা হন আনোয়ার।

আফগান ডিফেন্ডারের সঙ্গে বল দখলের লড়াইয়ে আশিক। বৃহস্পতিবার।

শুরু থেকে আক্রমণ-প্রতিআক্রমণে খেলা শুরু হয়। ১৬ মিনিটে আশিকের কাছ থেকে বল পেয়ে গোলের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন ইরফান। কিন্তু দু'জনের যুগলবন্দিতে গোল আসেনি। ২৩ মিনিটে আফগানিস্তান এগিয়ে যেতে পারত। বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শট নিয়েছিলেন আলি রেজা। ডানদিকে ঝাঁপিয়ে দুর্দান্ত সেভ করেন গুরপ্রীত। ৩৩ মিনিটে গোলের সুযোগ পেয়েছিল ভারতও। বাঁ-দিক থেকে গতিতে আফগান রক্ষণ ভেঙে বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন আশিক। কিন্তু বলের দখল রাখতে পারেননি। ফলে আফগান গোলকিপারকে পরাস্ত করতে পারেননি।

দ্বিতীয়ার্ধেও ছবিটা বদলায়নি। আফগানরা রক্ষণ আগলে রাখতেই মরিয়া ছিলেন। বল দখলের লড়াইয়েও তারা এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু খালিদের দলের খেলায় সেই ঝাঁজ ছিল না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় দলের খেলা দেখে মনে হয়েছিল গোল দেওয়ার থেকে গোল না খাওয়ার দিকে নজর ছিল তাদের। খালিদ তাঁর রণনীতিও বদলেছিলেন। জোনাল মার্কিংয়ের বদলে বেশির ভাগ সময় ম্যান মার্কিংয়ের রাস্তায় হেঁটেছিলেন ভারতীয় দলের কোচ। তাতে লাভের লাভ কিছু হয়নি। উল্টে দ্বিতীয়ার্ধে ৭০ মিনিটে পিছিয়ে পড়তে পারত ভারত। বক্সের মধ্যে আফগানিস্তানের হানিফির শট ক্রসবারে লেগে ফেরে। ফারুখ চৌধুরি, উদান্ত সিংদের নামিয়েও গোলের লকগেট খুলতে পারেননি খালিদ।

ফিফা জরিমানার মুখে আর্জেন্টিনা

জুরিখ, ৪ সেপ্টেম্বর : জরিমানা হল আর্জেন্টিনার। সেইসঙ্গে আরও পাঁচ দেশের। ফিফার এই শাস্তি সমর্থকদের বর্ণবৈষম্যমূলক আচরণের জন্য।

আর্জেন্টিনা গতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। তাদের জরিমানার পরিমাণ ১২০,০০০ সুইস ফ্র্যাঙ্ক। ১০ জুন বুয়েনস আইরেসে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে ঘটনাটি ঘটেছে। বিস্তারিত কিছু না জানালেও ফিফা এটিকে 'ডিসক্রিমেনেশন অর রেসিস্ট অ্যাবিউস' বলে বর্ণনা করেছে। খেলাটি ১-১ গোল ড্র হয়েছিল। আর্জেন্টিনার এনজো ফার্নান্ডেজকে রেফারি লাল কার্ড দেখিয়ে বের করে দেওয়া ছাড়াও ফিফা তাঁকে পাঁচ হাজার সুইস ফ্র্যাঙ্ক জরিমানা ও দুই ম্যাচ নির্বাসন দিয়েছিল।

জরিমানা হল মেসির দলের।

আর্জেন্টিনা ইতিমধ্যেই আগামী বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করেছে। কিন্তু এখন এটা দেখার বিষয় যে, ফিফার কড়া শাস্তির প্রভাব তাদের উপর কতটা পড়ছে। বিশেষ করে তারা যখন পরের বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন দল হিসাবে খেলতে নামবে। আর্জেন্টিনা ছাড়া বাকি যে পাঁচটি দেশ ফিফার ডিসিপ্লিনারি কমিটির জরিমানার মুখে পড়েছে, তারা হল আলবেনিয়া, চিলি, কলম্বিয়া, সার্বিয়া ও বসনিয়া-হার্জেগোভিনা। সবথেকে বড় অঙ্কের জরিমানা হয়েছে আলবেনিয়ার। পরিমাণ ১৬১,৫০০ সুইস ফ্র্যাঙ্ক।

সবথেকে কম জরিমানা বসনিয়া হার্জেগোভিনার, ২১,০০০ সুইস ফ্র্যাঙ্ক। সান মেরিনোতে একটি ম্যাচের পরিপ্রেক্ষিতে এহেন শাস্তি।

গতবছরের বার্ষিক সভায় ফিফা সদস্য দেশগুলিকে এই কড়া হওয়ার বার্তা দিয়েছিল। ছয় অঙ্কের জরিমানা তারই প্রতিফলন। সব ক'টি দেশকেই এসব থামাতে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

গুরপ্রীতদের ম্যাচ গোয়ায়

প্রতিবেদন : এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ভারত-সিঙ্গাপুর ম্যাচ বেঙ্গালুরুতে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এএফসি আগেই কান্তিরাভা স্টেডিয়ামকে ভেনু হিসেবে বাতিল করেছিল। নতুন ভেনু হিসেবে গোয়ার জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামকে বেছে নিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। আগামী ১৪ অক্টোবর মারগাঁওয়ে ফাতোরদায় খালিদ জামিলের ভারত এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সিঙ্গাপুরের মুখোমুখি হবে। তার আগে ৯ অক্টোবর সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে ভারত। মনবীর সিং, লিস্টন কোলাসোরা সেদিন সিঙ্গাপুরের কালাংয়ে খেলবেন। কান্তিরাভা স্টেডিয়ামকে কেন আন্তর্জাতিক ম্যাচের জন্য প্রস্তুত করা সম্ভব হল না? কর্নাটক ফুটবল সংস্থার সভাপতি এনএ হ্যারিস বললেন, এখানে অ্যাথলেটিক্স-সহ সব খেলা হয়। আমাদের অল্প সময়ের নোটিশে ম্যাচ দেওয়া হয়েছিল। তবু আরও কিছু সময় দিলে হয়তো এই ম্যাচের জন্য স্টেডিয়াম প্রস্তুত করা সম্ভব হত। কিন্তু আমরা চেষ্টা করেছিলাম ম্যাচ আয়োজন করতে।

ওয়াকওভার পাচ্ছে ডায়মন্ড হারবার

আজ দল নামাবে না সাদার্ন

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগে সুপার সিক্সে ওঠার লড়াইয়ে সাদার্ন সমিতির উপর নির্ভর করছিল ডায়মন্ড হারবার এফসি ও ভবানীপুর ক্লাবের ভাগ্য। কারণ, গ্রুপ 'বি'-র তৃতীয় দল হয়ে সুপার সিক্সে যাওয়ার লড়াইয়ে ডায়মন্ড হারবারের সঙ্গে ছিল ভবানীপুরও। কিন্তু শুক্রবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে ডায়মন্ড হারবারের বিরুদ্ধে দলই নামাবে না অবনমন নিশ্চিত করে ফেলা সাদার্ন সমিতি। আইএফএ-কে চিঠি দিয়ে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে সাদার্ন। ডায়মন্ড হারবারকে চিঠি দিয়ে মাঠে যেতে বারণ করে দিয়েছে আইএফএ। ফলে নিয়মানুযায়ী ওয়াকওভার পেয়ে সুপার সিক্সে চলে যাবে ডায়মন্ড হারবার। লিগের লড়াই থেকে ছিটকে যাবে ভবানীপুর। লিগ সাব কমিটিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

ভবানীপুর গ্রুপের সব ম্যাচ (১২) খেলে ২২ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে। ডায়মন্ড হারবারের ১১ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট। ওয়াকওভার পেলে কিবু ভিকুনার দলের হবে ২৫ পয়েন্ট। ফলে 'বি' গ্রুপের তৃতীয় দল হিসেবে চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে যাবে ডায়মন্ড হারবার। এই গ্রুপ থেকে ইউনাইটেড স্পোর্টস (২৭ পয়েন্ট) এবং ইউনাইটেড কলকাতা (২৩ পয়েন্ট) আগেই সুপার সিক্স নিশ্চিত করেছে। শুক্রবার ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে মহামেডানের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ খেলবে ইউনাইটেড কলকাতা। অবনমনের আশঙ্কায় থাকা মহামেডানেরও পরীক্ষা। ইউনাইটেড কলকাতা পয়েন্ট নষ্ট করলে গ্রুপ রানার্স হয়ে সুপার সিক্সে উঠবে ডায়মন্ড হারবার। ডায়মন্ড হারবারের বিরুদ্ধে কেন দল নামাচ্ছে না সাদার্ন? কলকাতা লিগে নানা অনভিপ্রেত ঘটনা, গড়াপেটার অভিযোগের সঠিক তদন্ত না হওয়া নিয়ে ক্ষুব্ধ ক্লাব কর্তারা লিগে শেষ ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ক্লাব কর্তা সৌরভ পাল বললেন, কলকাতা লিগ নিয়ে নানা বিতর্ক, অনৈতিক ঘটনায় শেষ ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্তটা আমাদের প্রতিবাদ।

রবসনের গায়ে উঠছে গ্রেগের ১০ নম্বর জার্সি

প্রতিবেদন : গ্রেগ স্টুয়ার্টের বিকল্প হিসেবে তাঁকে নিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। সেই স্টুয়ার্টের ১০ নম্বর জার্সি গায়েই মোহনবাগানে খেলবেন ব্রাজিলীয় ফুটবলার রবসন রোবিনহো। এ কথা সরকারিভাবে মোহনবাগান ক্লাবের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনুশীলনেও চনমনে মেজাজে রবসন। ব্যারেটোর পর ফের এক ব্রাজিলীয় ফুটবলারের পায়ে সাম্বা ম্যাজিক দেখার আশায় সবুজ-মেরুন সমর্থকরা। রবসনের অনুশীলন দেখতে ভিড় করছেন সমর্থকরা। ৯ সেপ্টেম্বর এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে মোহনবাগান। সেই ম্যাচ হবে কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে সকাল ১০টা দেখে। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রস্তুতি হিসেবে ম্যাচটি খেলেই সেদিন ফিরে যাবে মানোলোর দল।

কাল ফের পর্তুগাল জার্সিতে রোনাল্ডো

ইয়েরেভান, ৪ সেপ্টেম্বর : শনিবার রাতে ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে মাঠে নামছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। অ্যাওয়ে ম্যাচে পর্তুগালের প্রতিপক্ষ আর্মেনিয়া। তবে প্রচারের যাবতীয় আলো রোনাল্ডোকে ঘিরেই। জাতীয় দলের জার্সিতে ইতিমধ্যেই ২২১টি ম্যাচ খেলে ফেলেছেন সিআর সেভেন। গোল করেছেন ১৩৮টি। যা আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবথেকে বেশি গোলের ব্যক্তিগত রেকর্ড।

পর্তুগাল প্র্যাকটিসে রোনাল্ডো।

চল্লিশ বছর বয়সেও দারুণ ফর্মে রয়েছেন সিআর সেভেন। নতুন মরশুমেও সৌদি ক্লাব আল নাসেরের হয়ে প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই গোল করেছেন তিনি। গোল পেয়েছেন জাতীয় দলের জার্সিতেও। এবার আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে এই গোলসংখ্যা আরও বাড়াতে পারেন কি না, সেটাই দেখার। আর্মেনিয়ার ম্যাচের পর আগামী বুধবার গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে হাঙ্গেরির মুখোমুখি হবে পর্তুগাল। রোনাল্ডোর পাখির চোখ ২০২৬ বিশ্বকাপ। তাই যেভাবেই হোক এই দুটো ম্যাচ জিতে বিশ্বকাপের মূলপর্বে পথটা মসৃণ করতে চাইবেন। গ্রুপের আরেকটি দল আয়ারল্যান্ড। তাদের বিরুদ্ধে রোনাল্ডোদের ম্যাচ অক্টোবরে। এদিকে, শনিবার রাতে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে নামছে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডও। ফ্রান্স মুখোমুখি হবে ইউক্রেনের। অন্যদিকে, ইংল্যান্ড খেলবে অ্যান্ডোরার বিরুদ্ধে।

ধোনিকে নিয়ে ইরফান পাঠানের মন্তব্যে শোরগোল পড়েছে ভারতীয় ক্রিকেট মহলে

ব্যর্থ শ্রেয়স ও যশস্বী, সেঞ্চুরি ঋতুরাজের

■ **বেঙ্গালুরু :** দলীপ ট্রফির সেমিফাইনালে রান পেলেন না শ্রেয়স আইয়ার। বৃহস্পতিবার মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে পশ্চিমাঞ্চলের হয়ে খেলতে নেমে মাত্র ২৫ রানে আউট হন শ্রেয়স। ব্যর্থ যশস্বী জয়সওয়ালও (৪)। যদিও ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের সেঞ্চুরি এবং তানুশ কোটিয়ানের হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে, প্রথম দিনের শেষে ৬ উইকেটে ৩৬৩ রান তুলেছে পশ্চিমাঞ্চল। ঋতুরাজ ১৮৪ করে আউট হলেও, ৬৫ রান অপরাজিত রয়েছেন কোটিয়ান। দলীপের অন্য সেমিফাইনালে উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে প্রথম দিনের শেষে ৭ উইকেট হারিয়ে ২৯৭ রান তুলেছে দক্ষিণাঞ্চল। জগদিশন ১৪৮ রানে অপরাজিত রয়েছেন। রান পান দেবদত্ত পাড়িক্কল (৫৭) এবং তন্ময় আগরওয়াল (৪৩)।

পন্থ নেই, বুমরার ওয়ার্কলোড নিয়ে প্রশ্ন

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দল গড়বে পুরনো কমিটিই

মুম্বই, ৪ সেপ্টেম্বর : বোর্ডের বর্তমান নির্বাচক কমিটি থেকে দুজন বাদ পড়বেন। করা আসবেন সেটা ঠিক করতে সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে ইন্টারভিউ প্রসেস শুরু হবে বলে খবর। ফলে এই পরিস্থিতিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দল নির্বাচন একটু পিছিয়ে যাচ্ছে।

বোর্ডের সূত্র অবশ্য জানিয়েছে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের এখনও এক মাস বাকি। তার উপর এটা হোম সিরিজ। সুতরাং সমস্যা হবে না। নীতিগতভাবে নতুন নির্বাচক কমিটিরই হোম সিরিজের দল গড়া উচিত। কিন্তু সেই কমিটি গড়তে কিছুটা সময় লাগবেই। ফলে এখনকার কমিটি চলতি মাসের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে ভারতীয় দল ঘোষণা করবে।

নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান অজিত আগারকরের মেয়াদ আরও এক বছর বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু শিবসুন্দর দাস, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় রাত্রা ও শ্রীধরণ শরতের মধ্যে দুজনকে সরতে হবে। কিন্তু কোন দুজন সেটা এখনও পরিষ্কার নয়। তবে এইজন্য দল নির্বাচন পিছোচ্ছে। এরমধ্যে আবার সেপ্টেম্বরে উৎসব রয়েছে। তবু পরিস্থিতি যাই হোক, করুন নায়ার ও শ্রেয়স আইয়ারকে নিয়ে আলোচনা হবে। করুণ ইংল্যান্ডে সুযোগ পেয়েও ব্যর্থ। গড় করেছেন ২৫.৬২। শ্রেয়স ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল করেছেন। এশিয়া কাপের দল থেকে তাঁর বাদ পড়া নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছে।

এশিয়া কাপ ফাইনালের চার দিনের মধ্যে যেহেতু আমেদাবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে প্রথম টেস্ট, তাই বুমরার ওয়ার্ক লোড নিয়ে আলোচনা হবে নির্বাচকদের মধ্যে। ঋষভ পন্থ নিশ্চিতভাবে এই সিরিজের বাইরে থাকবেন। ফলে ধ্রুব জুরেল আরও দুটি টেস্ট পাচ্ছেন। ব্যাক আপ হিসাবে আলোচনায় থাকবে ঈশান কিশান ও নারায়ণ জগদীশনের নাম।

জিএসটির ধাক্কায় আরও দামি হল আইপিএল টিকিট

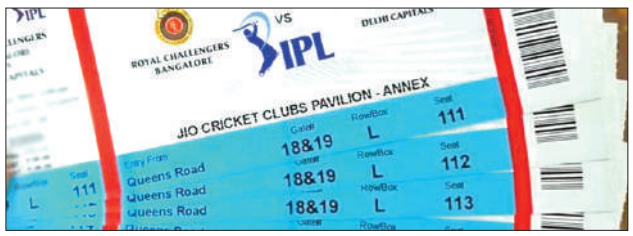

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর : আইপিএলপ্রেমীদের জন্য খারাপ খবর। বুধবার জিএসটি-র যে নতুন কাঠামো ঘোষিত হয়েছে, তাতে আইপিএল ম্যাচের টিকিটের দাম বাড়তে চলেছে। এর আগে আইপিএলের টিকিট কেনার সময় ২৮ শতাংশ জিএসটি দিতে হত। এবার দিতে হবে ৪০ শতাংশ জিএসটি। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার আইপিএলের ম্যাচকে ব্যয়বহুল বিনোদন হিসাবেই চিহ্নিত করেছে। ফলে ম্যাচ দেখার জন্য দর্শকদের সর্বোচ্চ কর দিতে হবে।

ধরা যাক, আইপিএলের কোনও একটি ম্যাচের টিকিটের দাম ১ হাজার টাকা। এতদিন জিএসটি-সহ দিতে হত ১২৮০ টাকা। সেটা এবার বেড়ে হবে ১৪০০ টাকা। এর উপর রয়েছে স্টেডিয়াম ফি এবং অনলাইন বুকিং বাবদ খরচও। ফলে আরও কয়েকশো টাকা অতিরিক্ত খরচ হবে। একই ভাবে ২ হাজার টাকার টিকিটের দাম ২৫৬০ টাকার বদল বেড়ে হবে ২৮০০ টাকা। ৬৪০ টাকার টিকিট কেনার জন্য দিতে হবে ৭০০ টাকা।

তবে আইপিএল ম্যাচের টিকিটের দাম বাড়লেও, অন্য কোনও ক্রিকেট ম্যাচের টিকিটে ১৮ শতাংশ জিএসটি চালু থাকছে। এছাড়া যে কোনও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ইভেন্টের টিকিটের উপরেও ১৮ শতাংশ জিএসটি থাকছে। তবে ছাড় থাকছে ৫০০ টাকার কম দামের টিকিটে। প্রসঙ্গত, আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন জিএসটি-র হার কার্যকর হবে।

সূর্যরা দুবাইয়ে, এশিয়া কাপের প্রস্তুতি শুরু আজ

দুবাই, ৪ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপ খেলতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দুবাই পৌঁছে গেলেন সূর্যকুমার যাদবেরা। শুক্রবার দুবাইয়ের আইসিসি অ্যাকাডেমিতে প্রথমবার প্র্যাকটিসে নামবেন সূর্যকুমার যাদবেরা। স্থানীয় সময় সন্ধে ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে এই প্র্যাকটিস সেশন।

এদিন ভারতীয় ক্রিকেটাররা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে দুবাই পৌঁছেছেন। সূর্যকুমার ও হার্দিক পান্ডিয়া মুম্বই থেকে বিমান ধরেন। কোচ গম্ভীর আবার দুবাই পৌঁছেছেন দিল্লি থেকে। সহ-অধিনায়ক শুভমন গিল দুবাই আসেন বেঙ্গালুরু থেকে। তবে স্ট্যান্ড-বাই থাকা পাঁচ ক্রিকেটারকে দলের সঙ্গে দুবাইয়ে পাঠানো হয়নি। আরও জানা গিয়েছে, যেহেতু এশিয়া কাপের পরেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ রয়েছে, তাই দুবাইয়ের শিবিরেই লাল বলে প্র্যাকটিস করবেন শুভমন গিলরা।

১০ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করবে টিম ইন্ডিয়া। তার আগে এই ক'টা দিন দুবাইয়েই কোচ গৌতম গম্ভীরের তত্ত্বাবধানে চলবে ভারতীয়দের প্রস্তুতি শিবির। সূর্যদের পরের ম্যাচ ১৪ সেপ্টেম্বর। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। আর এই ম্যাচের নিয়ে ইতিমধ্যেই দু'দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে। গ্রুপের শেষ ম্যাচে ১৯ সেপ্টেম্বর ওমানের মুখোমুখি হবেন সূর্যকুমারেরা।

এদিকে, এশিয়া কাপের আগে ভারতীয় সমর্থকদের

■ বিমানবন্দরে হার্দিক ও সূর্য। বৃহস্পতিবার।

সুখবর। অনেক কম দামেই টিম ইন্ডিয়ার জার্সি তাঁরা কিনতে পারবেন। কেন্দ্রীয় সরকার অনলাইন বেটিং অ্যাপগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করায়, ভারতীয় দলের প্রধান স্পনসর ড্রিম ইলেভেন সরে গিয়েছে। এর ফলে জার্সির দাম কমেছে প্রায় ৮০ শতাংশ! ভারতীয় দলের কিট স্পনসর অ্যাডিডাস জানিয়েছেন, যে জার্সি আগে ছিল ৫৯৯৯ টাকায়, তা এখন পাওয়া যাবে ১৯৯৯ টাকায়। অর্থাৎ প্রায় ৪৮০০ টাকা দাম কমেছে। শুধু পুরুষ দলেরই নয়, মহিলা দলের জার্সিও কেনা যাবে ১৯৯৯ টাকায়।

এবার শিখর

■ **নয়াদিল্লি :** অবৈধ বেটিং অ্যাপের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য শিখর ধাওয়ানকে সমন পাঠিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তাই বৃহস্পতিবার সকালেই ইডি দফতরে হাজিরা দিলেন ধাওয়ান। যে বেটিং অ্যাপের সঙ্গে তিনি যুক্ত, সেটা আর্থিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বলে জানা গিয়েছে। ওই বেটিং অ্যাপের হয়ে প্রচার করতেন ধাওয়ান। তাই তাঁকে ডাকা হয়েছিল। প্রচার সংক্রান্ত কাজে তিনি কীভাবে ওই অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তা নিয়ে প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনারকে প্রশ্ন করেছেন আধিকারিকরা। তাঁর বয়ান নথিভুক্ত হয়া হয়েছে। ধাওয়ানের কাছে আরও জানতে চাওয়া হয়, তাঁর সঙ্গে ওই বেটিং অ্যাপের কত টাকার চুক্তি হয়েছিল এবং সেটা কবে। গত বছর থেকে একাধিক বলিউড এবং দক্ষিণী সিনেমার অভিনেতাকে বেটিং অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ক্রিকেটারদের মধ্যে এই তালিকায় রয়েছেন রয়েছেন হরভজন সিং, সুরেশ রায়নারা।

শ্রেয়ার গানে হবে বিশ্বকাপ বোধন

মুম্বই, ৪ সেপ্টেম্বর : মেয়েদের আইসিসি ওয়ান ডে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পারফর্ম করবেন বলিউডের বিখ্যাত গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল। মেগা টুর্নামেন্টের থিম সং গেয়েছেন এই বাঙালি সঙ্গীতশিল্পী। বৃহস্পতিবার আইসিসি-র তরফে এ-কথা ঘোষণা করা হয়। এদিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে অনলাইনে বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রিও শুরু হয়। লিগ পর্যায়ে টিকিটের সর্বনিম্ন দাম রাখা হয়েছে মাত্র ১০০ টাকা। যা কোনও আইসিসি প্রতিযোগিতায় টিকিটের সর্বনিম্ন দামের রেকর্ড।

আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটিতে ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে। তার আগে জমজমাট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রেয়ার গানে মাতোয়ারা হবেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন থিমের উপর কাজ, লেজার শো-সহ নানা চমক থাকবে। ভারতের চারটি ভেনু ও শ্রীলঙ্কায় আয়োজিত হবে বিশ্বকাপের ম্যাচ।

বৃহস্পতিবার ৪ সেপ্টেম্বর থেকে অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। গুগল পে ব্যবহারকারীদের জন্য বিশেষ অফার দেওয়া হয়েছে আইসিসি-র ওয়েবসাইটে গিয়ে টিকিট বুকিং করার জন্য। প্রথম পর্যায়ে টিকিট পাওয়া যাবে ৮ সেপ্টেম্বর সোমবার ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ে অনলাইনে টিকিট পাওয়া যাবে ৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার থেকে।